SURVEY AND SETTLEMENT COMPANION.

PART II

CONTAINING LAWS, RULES AND ALL IMPORTANT INFORMATIONS, RELATING TO DEARA SETTLEMENT, ROAD CESS VALUATION, AND PARTITION OF ESTATES.

BY

RAI PYARI MOHAN BASU BAHADUR.

Retired Deputy Collector and late Settlement officer of Bakarganj and P. A. to D L R., E B. and Assam. Author of "Element of Mensuration" "Hand book of Tenancies and Record of Rights"

সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সহচর

দ্বিতীয় ভাগ।

রায় প্যারীমোহন বসু বাহাদুর

প্রণীত।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উয়ারী, ঢাকা।

১৩২০

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

Price 4 Ans.
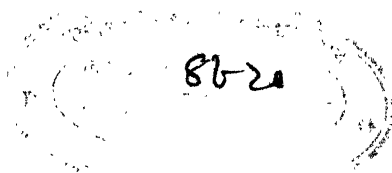
দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা।

গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচার হইয়াছে যে, যে সকল জিলাতে সার্ভে ও সেটেলমেণ্টের কার্য্য চলিবে সেই সকল জিলার "দিয়ারা বন্দোবস্ত" "পথকর ধার্য্য" এবং "বাঁটারার কার্য্য" সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সেটেলমেণ্ট বিভাগ হইতেই সম্পন্ন হইবে। অতএব ঐ সকল বিষয়ক আইন নিয়মাবলী ও কার্য্যবিধি সম্বন্ধীয় বিস্তারিত উপদেশ এই ভাগে প্রদত্ত হইল।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগ সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হওয়ায় আমরা অনুগৃহিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। এইক্ষণ এই ভাগ দ্বারাও কথঞ্চিতরূপে কাহারও অসুবিধা দূরীকরণ অথবা সহায়তা হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ইতি।

ডেপুটী পাড়া
বিক্রমপুর
ঢাকা।

গ্রন্থকার।

১ জানুয়ারী ১৯১৩।
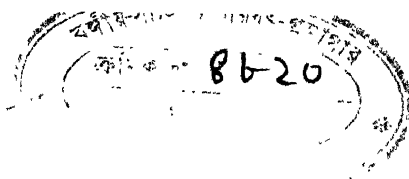
দ্বিতীয় ভাগের

সূচী।

সপ্তদশ অধ্যায়—পথকর ও পূর্ত্ত কার্য্যের কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়—দিয়ারা বন্দোবস্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়—বণ্টন বা বাঁটারা।

সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সহচর।

সপ্তদশ অধ্যায়।

পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যের কর।

পথকর আইন।

১৮৮০ সনের ৯ আইন অনুসারে প্রত্যেক স্থাবর সম্পত্তির উপর পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যের কর ধার্য্য হইয়াছে; সুতরাং কি জমিদার কি মধ্যস্বত্বাধিকারী কি রায়ত সকলকেই আপন আপন দেয় খাজানার অতিরিক্ত পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যের কর দিতে হয়। জমিদার তাঁহার দেয়কর সদর খাজানার সহিত কালেক্টরীতে দাখিল করিয়া থাকেন। প্রজাগণ তাহাদের দেয়কর আপন আপন খাজানার সহিত উপরিস্থ ভূম্যধিকারীকে দিতে বাধ্য। উপরোক্ত কর বাবদ যাহা দিতে হয় তাহা বাস্তবিক খাজানা নহে কিন্তু আইন অনুসারে তাহা খাজানার সহিত আদায় হইয়া থাকে। কাহার কত কর দিতে হইবে পথকর আইনের ১২ ধারা মতে গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞা প্রচার হইলে জিলার কালেক্টর তাহা ধার্য্য করিয়া থাকেন। কর একবার ধার্য্য হইলে ৫ বৎসরের মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তন হয় না। (১)

২। পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যের কর তুল্যহারে খাজানার কিস্তি-সহ আদায় হইয়া থাকে। অনেকের সংস্কার আছে জমিদার যে

(১) পথকর আইন ১২—১৩ ধারা।

পথকর কালেক্টরীতে দিয়া থাকেন তাহা প্রজার নিকট হইতে লন, তাহার নিজের কিছু দিতে হয় না। বাস্তবিক তাহা নহে। কি জমিদার কি প্রজা সকলেরই পথকর দিতে হয়; বরং ভূম্যধিকারী কেবল তাহার নিজের দেয়কর দিয়াই নিষ্কৃতি পান না। আইন অনুসারে তাহার স্বধীনস্থ প্রজার দেয়কর ও আদায় করিয়া দেওয়ার ভার তাহারই উপর থাকে; অর্থাৎ প্রজার দেয়করসহ ভূম্যধিকারীর নিজের দেয়কর যোগে যত দিতে হইবে তাহাই ভূম্যধিকারীর দেয়কর স্বরূপ ধার্য্য হইয়া থাকে। তিনি তাহার প্রজার নিকট হইতে আদায় করেন কি না করেন নির্দ্ধারিত সম্যক কর তাহার খাজানার কিস্তি সংযোগে দিতে হইয়া থাকে। (১)

৩। আইন অনুসারে রাইয়তের দেয় খাজনার প্রতি টাকায় পথকর ৫ এবং পূর্ত্তকার্য্যের কর ৫ মোট প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে দিতে হইয়া থাকে। তাহা খাজানার কিস্তি সংযোগে স্বীয় খাজানা প্রাপককে দিতে হয়। জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর কর তাহাদের স্বত্ব দখলীয় ভূমির বার্ষিক মূল্যের হিসাবে অবধারিত হইয়া থাকে অর্থাৎ রায়তী স্থিতের প্রতি টাকায় এক আনা হিসাবে ধরিয়া তাহা হইতে নিজের দেয় খাজানার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে মিনাহ দিয়া যাহা বাকি থাকে তাহাই তাহার মোট পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যের কর যথা :—

করের হার।

যে মহালের মোট রায়তীস্থিত ১০০৲ টাকা ও জমিদারের সদর খাজানা ২৫৲ টাকা তাহা সম্যক বার্ষিক ৫০৲ টাকা জমায়

(১) পথকর আইন ৩৮—৩৯ ধারা।

হাওলা পত্তন হইয়া থাকিলে হাওলাদার রায়তের নিকট হইতে টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে মোট ৩৵০ আদায় করিবেন; কিন্তু তাহার নিজের দেয়কর রায়তীস্থিত ১০০৲ টাকার প্রতি টাকায় /০ হিসাবে ৬।০ ধরিয়া তাহা হইতে তাহার নিজের দেয় খাজানার ৫০৲ টাকার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে ১।৵০ বাদ দিয়া বাকি ৪।৶০ জমিদারকে দিবেন। জমিদার আবার রায়তাস্থিতের উপর এক আনা হিসাবে ৬।০ ধরিয়া তাহা হইতে তাহার নিজের দেয় ২৫৲ টাকার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে ৸১০ সারে বার আনা বাদ দিয়া বাকি ৫।৶১০ আনা কালেক্টরাতে দাখিল করিবেন। কর ধার্য্যের প্রক্রিয়া বিস্তারিত রূপে ক্রমে নিম্নে লিখা যাইতেছে।

৪। রায়ত কাহাকে কহে। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, যে ব্যক্তি তাহার সম্যক জমি নিজে চাষ করে এবং যাহার বার্ষিক দেয় খাজানা ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ নহে তিনি তালুকদার হউন কি হাওলাদার হউন পথকর আইন অনুসারে তিনি রায়ত শ্রেণীভুক্ত। (১) আবার প্রজা স্বত্ব আইন অনুসারে যে রায়ত বা কোল রায়ত সেও তাহার জমি অন্যের নিকট পত্তন করিলে পথকর আইন অনুসারে মধ্যস্বত্বাধিকারী শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, এবং তাহারা যাহাদের নিকট জমি পত্তন করে ঐ সকল লোককে রায়ত শ্রেণীতে ধরা যায়। কোন জমিদার তাহার সম্যক জমি নিজে চাষ করিলে পথকর আইনের হিসাবে তিনি ও রায়ত শ্রেণীভুক্ত এবং তিনি রায়তের হারে পথকর দিয়া থাকেন।

---

(১) পথকর আইন ৪ ধারা।

৫। এতদিন স্বত্বের-লিখনে সর্ব্বশ্রেণীর প্রজার পথকরাদি লিখা যাইত না। কেবল যাহারা পথকর আইনানুসারে রায়ত শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ যাহাদের সম্যক জমি নিজ দখলে তাহাদের দেয় খাজানার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা নিরিখে হিসাব করিয়া খতিয়ানে লিখা যাইত।

সেটেলমেণ্ট বিভাগ দ্বারা পথকরধার্য্যের আদেশ।

জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর খতিয়ানে করের ঘর পূরণ করা হইত না। সেটেলমেণ্টের কার্য্য শেষ হইলে পথকর আইনের ১২ ধারা মতে গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞা প্রচার হইলে জিলার কালেক্টর জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারী দিগের কর ধার্য্য করিয়া দিতেন। কাহার উপর কত ধার্য্য হইত সেটেলমেণ্টের কাগজ দৃষ্টে তাহা জানা যাইত না। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে এখন অবধি যে যে জিলায় সেটেলমেণ্টের কার্য্য চলিবে সেই সকল জিলার সেটেলমেণ্ট অফিসার স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যের কর ধার্য্য করিয়া দিবেন এবং চূড়ান্ত স্বত্বের লিখনে করের পরিমাণ লিখিয়া দিবেন। (১)

(১) রেভেনিউ বোর্ডের বরাবরে ১৯১০ সনের ৫৪৬৪ এম সংখ্যক পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের আদেশ দ্বারা ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং জলপাইগুড়ি জিলার সেটেলমেণ্ট অফিসার দ্বারা ঐ সকল জিলার পথকর ও পূর্ত্তকার্যের কর ধার্য্য করাইয়া লওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে এবং ঐ সকল জিলার সেটেলমেণ্ট অফিসার প্রতি পথকর আইনানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। অন্যান্য জিলাতেও সেটেলমেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হইলে তদ্রূপ বন্দোবস্ত করা হইবে।

৬। উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ সেটেলমেণ্ট অফিসার পথকর আইনের ৪ ও ১০০ ধারামতে কালেকটরের ক্ষমতা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে পারিবেন। কর আদায়ের ভার পূর্ব্বের ন্যায় জিলার কালেকটরের হস্তে থাকিবে। সেটেলমেণ্ট অফিসার কর ধার্য্য করিয়া দিবেন। যে প্রণালীতে কর ধার্যের কার্য্য চলিবে সেটেলমেণ্ট অফিসার জিলার কালেকটরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা অবধারণ করিবেন এবং কার্য্য চলিতে থাকিলে তাহা যখন যতদূর অগ্রসর হয় জিলার কালেকটরকে তাহা অবগত করাইবেন। কোন বিষয়ে জিলার কালেকটর ও সেটেলমেণ্ট অফিসারের মতের অনৈক্য হইলে বিভাগীয় কমিশনার তাহার মিমাংসা করিবেন। সেটেলমেণ্ট অফিসারের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল কমিশনার নিকট হইবে। (১)

সেঃ আফিসার ও কালেকৃটরের ক্ষমতা।

৭। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ও বর্দ্ধমান বিভাগে বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৯১০ সনের ৪ আইন (২) জারী আছে তদনুসারে স্বত্বের লিখন দৃষ্টে তথায় পথকর ধার্য্য হইতে পারে। যে সকল জিলায় ঐ সংশোধিত আইন জারী হয় নাই তথায় ১৮৮০ সনের ৯ আইন অনুসারে কার্য্য চলিবে। অতএব উক্ত আইনের ৪ ও ১০০ ধারামত সেটেলমেণ্ট অফিসারের প্রতি কালেক্টরের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। তিনি ১৪ ধারামত

(১) ৫ অঙ্কুর টীকার লিখিত গবর্ণমেণ্ট আদেশ।

(২) ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৯১০ সালের ৪ আইন (নূতন পথকর আইন)।

সাধারণ বিজ্ঞাপণ জারী করিয়া ১৭ ধারামতে জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ হইতে কাগজ তলপ করিবেন। (১)

(১) ১৭ ধারার বিধান মতে ফরিদপুরে যে নোটীশের ফারম ব্যবহার হইতেছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"১৮৮০ সনের সেস্ আইনের ১৭ ধারামত নোটীশ।

ফরিদপর জিলার অন্তর্গত মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির ভোগাধিকারীদিগকে ও অন্য যে ব্যক্তিদের স্বার্থ থাকে তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করা গেল। সেই মহালে বা তালুক প্রভৃতিতে যত ভূমি আছে ও তাহার নিমিত্ত যত খাজানা দেওয়া যায় তাঁহারা এতৎসংযুক্ত পাঠে ইহার রিটার্ণ লিখিয়া উক্ত জিলার রিভ্যালুয়েসন কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত সেটেলমেণ্ট অফিসার সাহেবের কাছারিতে দিবেন। এই নোটীশ পাইবার পর নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে কিম্বা উক্ত সময় অতীত না হইতে ঐ সেটেলমেণ্ট অফিসার সাহেবের স্থানে প্রার্থনা করিয়া অধিক সময় পাইলে সেই বর্দ্ধিত সময়ে উক্ত ভোগাধিকারির কিম্বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের সেই রিটার্ণে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে, না দিলে ঐ সময় কিম্বা বর্দ্ধিত সময় গত হইলে পর যতদিন তাহার রিটার্ণ না দেন ততদিন তাহাদের দিন প্রতি পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিতে হইবে ঐ সময়ের পর সেই রিটার্ণ উক্ত প্রকারে যতকাল না দেওয়া যায় ততকাল তাহার মোকদ্দমা করিয়া উক্ত মহাল (বা তালুক প্রভৃতি) সম্পর্কে আপনাদের পাওয়ানা পাইতে পারিবেন না এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল।

যে মহাল বা তালুক প্রভৃতি সম্পর্কে এই নোটীশ দেওয়া যায়, তাহার বার্ষিক রাজস্ব বা খাজানা ৫০০৲ টাকার অধিক না হইলে এই নোটীশ পাইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহ মধ্যে উক্ত ভোগাধিকারিরা রিটার্ণ দিবেন এই আদেশ হইল।

৮। ১৭ ধারার নোটীশ। স্বত্বের লিখন দৃষ্টে সর্ব্বপ্রকার হকিয়তের বার্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু যে সকল হকিয়তের সদর খাজানা একশত টাকার অধিক বর্ত্তমান আইনের (১৮৮০ সনের ৯ আইনের) বিধান মতে তাহাদের কাগজ তলপ না করিয়া স্বত্বের লিখন অথবা অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া বার্ষিক মূল্য অবধারণ করা অবৈধ। নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে কাগজ দাখিল না হইলে পথকর আইনের ২৫ ধারা মতে কালেক্টর যে কোন উপায়ে বার্ষিক মূল্য (ভ্যালুয়েশন) প্রস্তুত করিতে পারেন। অতএব কেবল আইনের বিধান প্রতিপালনের অনুরোধে ১৭ ধারার নোটীশজারী করা হইয়া থাকে। ফরিদপুর জিলাতে উপরের লিখিত নোটীশের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বিশেষ নোটীশজারী করা হইয়া থাকে তাহার মর্ম্ম এই যে পক্ষগণ নোটীশ অনুসারে রিটার্ণ প্রস্তুত না করিয়া কেবল মাত্র স্বত্বের-লিখন অনুযায়ী ভ্যালুয়েশন করিয়া লওয়ার নিমিত্ত

উহা ৫০০৲ টাকার অধিক হইলে তিন মাস মধ্যে রিটার্ণ দিবেন।

যে সময় দেওয়া গেল সেই সময়ের মধ্যে ভোগাধিকারিরা কোন বিশিষ্ট কারণে রিটার্ণ দিতে না পারিলে সময় বৃদ্ধি করিয়া লইবার নিমিত্ত কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেটেলমেণ্ট অফিসার সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

মন্তব্য :—

যদি পক্ষ রিটার্ণ দাখিল না করিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে সেটেলমেণ্ট রেকর্ডের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে ১০৩ (ক) ধারা অনুযায়ী সংশোধিত ঐ পাণ্ডুলিপি অনুসারে রিভ্যালুয়েসন হইবেক।”

সেটেলমেণ্ট অফিসার বরাবরে এক এক খান আবেদন করিলেই চলিতে পারিবে। (১)

স্বত্বের লিখন দৃষ্টে ভ্যালুয়েশন।

৯। হকিয়তদারগণ উপরের লিখিত মতে স্বত্বের লিখন দৃষ্টে ভ্যালুয়েশন করার আবেদন পত্র দাখিল করিলে অথবা নোটীশের লিখিত ম্যাদ মধ্যে রিটার্ণ দাখিল না করিলে সেটেলমেণ্ট অফিসার স্বত্বের লিখন দৃষ্টে হকিয়তের বার্ষিক মূল্য (annual value) নির্দ্ধারণ করিয়া ভ্যালুয়েশন লিষ্ট প্রস্তুত করিবেন। কেহ ইচ্ছা করিলে আইন মত রিটার্ণ প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিতে পারেন কিন্তু উক্ত রিটার্ণ স্বত্বের-লিখনের সহিত অনৈক্য হইলে সেটেলমেণ্ট অফিসার তদন্ত করিয়া অনৈক্যের কারণ নির্ণয় করিয়া লইবেন। তদন্তের খরচ রিটার্ণ দাখিলকারীর নিকট হইতে আদায় হইবে। (২) যে সকল হকিয়তের সদর খাজানা ১০০৲ টাকার ন্যূন আইন অনুসারে তাহাদের উপর-নোটীশজারী না

(১) আবেদনের ফারম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"জিলা ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত সেটেলমেণ্ট অফিসার সাহেব বাহাদুর সমীপেষু।

আমি এতদ্দ্বারা জানাইতেছি যে আমি সেস্ আইন মত রিভ্যালুয়েসনের জন্য কোন পৃথক রিটার্ণ দিতে ইচ্ছা করিনা। সেটেলমেণ্ট রেকর্ডই আমার রিটার্ণ স্বরূপ গণ্য হইতে পারে কিন্তু ঐ রেকর্ড সংশোধনের জন্য দেওয়ানী আদালতে কিম্বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০৬ বা ১০৮ ক ধারা মত আমার মোকদ্দমা স্থাপন করিবার অধিকার থাকিল। এইরূপ মোকদ্দমার ফলে রেকর্ড সংশোধিত হইলে ঐ সংশোধিত রেকর্ড অনুসারে আমার সেস্ ঠিকমত ধার্য্য হইতে এই আবেদনের জন্য কোন বাধা হইবে না।"

(২) পঃ কঃ আইন ৭৭ ধারা।

করিয়া ও স্বত্বের লিখন দৃষ্টে ভ্যালুয়েশন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। (১)

বার্ষিক মূল্য কাহাকে কহে।

১০। ভ্যালুয়েশন লিষ্টে প্রত্যেক মহাল ও মধ্যস্বত্বের বার্ষিক মূল্য লিখিত হইয়া থাকে। কোন মহাল বা মধ্যস্বত্বের অধীনস্থ সমস্ত চাষী রায়ত ও ভূমির অব্যবহিত দখলকারগণ মোট যে খাজানাদেয় অথবা খাজানা ধার্য্য না থাকিলে তাহাদের যে ন্যায্য খাজানা হইতে পারে তাহাই উক্ত মহাল বা মধ্যস্বত্বের বার্ষিক মূল্য (annual value). (২)

ভ্যালুয়েশন লিষ্টে কাহার নাম থাকে।

১১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পথকর আইন অনুসারে যাহারা রায়ত শ্রেণীভুক্ত তাহারা তাহাদের দেয় খাজানার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যের কর দিয়া থাকে; সুতরাং ভ্যালুয়েশন লিষ্টে তাহাদের নাম লেখা অনাবশ্যক। কেবলমাত্র জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদিগের জন্যই ভ্যালুয়েশন লিষ্ট প্রস্তুত করিতে হয়; অর্থাৎ বার্ষিক মূল্যানুসারে যাহাদের পথকর ধার্য্য হইয়া থাকে তাহাদেরই ভ্যালুয়েশন হইয়া থাকে। (৩)

বার্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণের নিয়ম।

১২। ভ্যালুয়েশন লিষ্ট প্রস্তুত করিতে নিম্নতম শ্রেণীর প্রজা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে হিসাব করিতে করিতে উপরের দিকে যাইতে হয়। (৪) যথাঃ—

(১) " " ২৭ ধারা।
(২) " " ৪ ধারা।
(৩) ফরিদপুরের ছেছ রিভ্যালুয়েশন রুল।
(৪) ফরিদপুরের ছেছ রিভ্যালুয়েশন রুল।
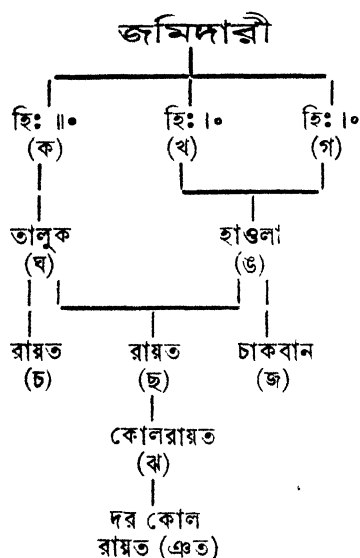
মনে কর পার্শ্বের প্রদর্শিত মত একটি জমিদারী ৩ অংশে বিভক্ত। হিসাব পৃথক আছে। ক-য়ের ॥০ অংশে একটী তালুক (ঘ), খ ও গ-য়ের ॥০ অংশে একটী হাওলা—(ঙ), তালুক ও হাওলার অধীনে এজমালী রায়ত (ছ), তদধীন কোল রায়ত (ঝ), এবং তদধীন দর কোল রায়ত (ঞ), হাওলার অধীনে একটী চাকরান (জ) এবং তালুকের অধীন একটী রায়ত (চ) আছে।

এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পথকর আইনের হিসাবে দর-কোলরায়ত (ঝ) রায়ত শ্রেণীভুক্ত ও সেই হিসাবে (ছ) ও ও (ঝ) মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে। যদি ঝ-য়ের সম্যক জমি ঞ য়ের নিকট পত্তন করিয়া থাকে তবে (ঞ) যে খাজানা দেয় তাহাই ঝ-য়ের বার্ষিক মূল্য। ছ-য়ের নিজ দখলে জমি থাকিলে রায়তী নিরিখে তাহার খাজানা ধরিয়া তাহার সহিত ঝ-য়ের যে বার্ষিক মূল্য অবধারিত হইয়াছে তাহা যোগ করিলেই ছ-য়ের বার্ষিক মূল্য স্থির হইবে। ছ-য়ের যে বার্ষিক মূল্য স্থির হইল তাহার ॥০ অংশের সহিত চ-য়ের দেয় খাজানা যোগ করিলে ঘ-য়ের বার্ষিক মূল্য পাওয়া যাইবে। আবার

ছ-য়ের বার্ষিক মূল্যের বাকি ॥০ অংশের সহিত জ য়ের দখলীয় জমির রায়তী খাজানা ধরিয়া যোগ করিলে ঙ-য়ের বার্ষিক মূল্য স্থির হইবে। (ঘ) ও (ঙ)-য়ের বার্ষিক মূল্য যোগ করিলে জমিদারীর মোট বার্ষিক মূল্য হইল। তাহা অংশানুসারে বিভাগ করিয়া অর্দ্ধাংশ ক-য়ের, চতুর্থাংশ খ-য়ের এবং চতুর্থাংশ গ-য়ের বার্ষিক মূল্য হইবে।

বর্গা, ধানকরারী ও পতিত জমির এবং ঠিকা জমার ভ্যালুয়েশন।

১৩। মহালে বর্গা ও ধানকরারী জমি থাকিলে বার্ষিক মূল্য অবধারণ করিবার সময় বর্গা জমির ন্যায্য রায়তী খাজানা এবং ধানকরারী জমির দেয় ধান্যের মূল্য ধরিয়া লইতে হয়। নিজ দখলীয় জমির মূল্য ধরিতে নদী খাল ও সাধারণের ব্যবহার্য্য হালট ইত্যাদি করের অযোগ্য বর্জ্জিত রাখিতে হয় এবং নূতন চর ইত্যাদি থাকিলে তাহার খাজানা কম নিরিখে ধরিয়া লইতে হয়। (১) অনেক মালিকেরা ছেছ সহ ঠিকা জমা আদায় করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে মোট জমা হইতে ঐ অংশ বাদ দিয়া যাহা বাকি থাকে তাহাই ভ্যালুয়েশন লিষ্টের খাজানার ঘরে লিখিত হয়। (২) হকিয়ত একাধিক মৌজায় থাকিলে সম্পর্কিত সকল মৌজার বার্ষিক মূল্য যোগ করিয়া মোট বার্ষিক মূল্য লিখিতে হয়। কতক জমি ভিন্ন জিলাতে থাকিলে যদি সেই জিলায় সেটেলমেণ্টের কার্য্য চলিয়া থাকে তবে সেটেলমেণ্ট অফিসারের নচেৎ উক্ত জিলার কালেক্টরের সাহায্যে তাহার

---

(১) ফরিদপুরের ছেছ রিভ্যালুয়েশন রুল ২৬।
(২) „ „ „ „ ১২।

বার্ষিক মূল্য অববারণ করিয়া লইতে হয়। ভ্যালুয়েশন লিষ্টে পাই লিখা হয় না। ৬ পাই বা তদূর্দ্ধ হইলে এক আনা ধরিয়া লওয়া যায়।(১)

কর ধার্য্যের নিয়ম।

১৪। ভ্যালুয়েশন লিষ্ট প্রস্তুত হইলে পর করধার্য্য করা হইয়া থাঁকে। ভ্যালুয়েশনের ন্যায় কর ধার্য্য ও নিম্ন দিক হইতে করা সুবিধা। পথকর আইনমত চাষী রায়ত দিগের অর্দ্ধকর অর্থাৎ দেয় খাজানার প্রতি টাকায় পথকর ৻৫ ও পূর্ত্ত কার্য্যের কর ৻৫ মোট অর্দ্ধ আনা করিয়া কর দিতে হয়। অতএব প্রথমতঃ সমস্ত চাষী রায়তের দেয় খাজানার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে কর লিখিতে হয়। তাহার পর যে সকল হকিয়ত-দার পথকর আইনঅনুসারে রায়তের নিরিখে কর দেওয়ার যোগ্য তাহাদের দেয় খাজানার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে কর লিখিতে হয়। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বর্গা প্রজার পৃথক ছেছ দিতে হয় না। অতএব হকিয়তদারও নগদ খাজানা না দিয়া বর্গা জমি ভোগ করিলে তাহার ছেছ দিতে হয় না।

১৫। রায়তের ছেছ লিখা হইলে পর ভ্যালুয়েশন দৃষ্টে ৩ অনুচ্ছেদের প্রদর্শিত মতে ক্রমে মধ্য স্বত্বাধিকারী ও জমিদারের কর অবধারিত করিতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের বার্ষিক মূল্যের উপর প্রতি টাকায় ৵০ এক আনা হিসাবে ধরিয়া তাহা হইতে তাহার দেয় খাজানার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে বাদ দিয়া যাহা বাকি থাকে তাহাই তাহার মোট কর হইল। যথা কোন হাওলার বার্ষিক মূল্য ১০৲ টাকা দেয় খাজানা ২৲ টাকা।

(১) ফরিদপুর ছেছ রিভ্যালুয়েশন রুল ৬।

এস্থলে বার্ষিক মূল্যের উপর /০ হিসাবে ধরিয়া দেয় খাজানার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা হিসাবে বাদ দিলে হাওলার মোট কর ৷৷/০ আনা হইবে; তাহার অর্দ্ধেক ।৬ পাই পথকর ও ।৬ পাই পূর্ত্ত কার্য্যের কর হইবে।

১৬। হকিয়তের নিম্নে কোন ছেগায় চাকরাণাদি নিষ্কর থাকিলে উক্ত নিষ্করের যে খাজানা ধরিয়া লওয়া যায় তাহার প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনা নিষ্করদারের ও অর্দ্ধ আনা তাহার উপরিস্থ হকিয়তদারের দিতে হয়। যদি উপরিস্থ হকিয়ত দারের বার্ষিক মূল্য অবধারণ কালে নিষ্করের আনুমানিক খাজানার অর্দ্ধাংশ মাত্র যোগ করা হইয়া থাকে তবে হকিয়ত দারের বার্ষিক মূল্যের /০ হিসাবে ধরিয়া লইতে হয় তবেই নিষ্করের আনুমানিক খাজানার উপরে অর্দ্ধ আনা হিসাবে পড়িবে।

ভ্যালুয়েশন রোল জারীর কথা।

১৭। বার্ষিক মূল্য ও করের হিসাব হইলে ভার প্রাপ্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী প্রত্যেক মহালের জন্য দুইটী করিয়া সম্পূর্ণ ভ্যালুয়েশন রোল (Valuation Roll) প্রস্তুত করতঃ তাহার একটী সিরিস্তাতে রাখিয়া অপরটী পথকর আইনের ৩৪ ধারা মতে মহালের মাল কাছারীতে এবং মাল কাছারী না থাকিলে মহালের প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারী করাইবেন। এবং হকিয়তের এক একটী মস্তখোর (abstract) নকল সম্পর্কিত হকিয়তদারের উপর জারী করাইবেন। মস্তখোর নকলে হকিয়তের নাম, জমির পরিমাণ, হকিয়তের সদর খাজানা তাহার বার্ষিক মূল্য ও ছেছের পরিমাণ লেখা থাকিবে।

১৮। যে ছেছ ধার্য্য হয় তাহাতে কাহার ও আপত্তি থাকিলে ভ্যালুয়েশন রোল জারী হইবার তারিখ হইতে ৩০ দিবসের মধ্যে পথকর আইনের ১০২ ধারা মতে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত সেটেলমেণ্ট অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল হইতে পারে। সেটেলমেণ্ট অফিসারের আদেশে অসন্তুষ্ট হইলে আদেশের তারিখ হইতে ১ মাস মধ্যে বিভাগীয় কমিসনার নিকট আপীল হইতে পারে। এই সম্বন্ধে কমিশনারের আদেশ চূড়ান্ত।

আপত্তি ও আপীল।

১৯। পথকর আইনের ১৯, ২০, ২৬, ৫০, ৫১, ৫৪, ৮৫, ৯৮ এবং ৯৯ ধারা অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত সেটেল-মেণ্ট অফিসার যে সকল আদেশ প্রচার করেন তাহার ও আপীল আদেশের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে কমিশনার নিকট হইতে পারে। কর ধাষ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যই বিভাগীয় কমিশনার ও রেভিনিউ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে অতএব তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয় কাগজ তলপ করিয়া দেখিতে পারেন।

২০। সকল আপত্তি নিষ্পত্তি হইলে অবধারিত কর চূড়ান্ত গণ্যে চূড়ান্ত স্বত্বের লিখনে লিখিত হইয়া স্বত্বের লিখন চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দিয়ারা বন্দোবস্ত।

সিকস্তি পয়স্তি।

১। যে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মহাল সমুদ্র বা নদীতটে অবস্থিত থাকিলে সময় সময় তাহার জমি সীকস্ত হইয়া যায়; কখনো বা সমুদ্র বা নদীগর্ভে চর উদ্ভব হইয়া নদী সরিয়া যাওয়ায় মহালের জমি বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। সচরাচর নদীতে দুই প্রকারের চর উদ্ভব হইয়া থাকে :—

জজিরা মহাল।

(ক) যদি চিরস্থায়ী মহালের বহির্সীমার বাহিরে নদীগর্ভে দ্বাপাকারে চর উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে বৎসরের কোনও সময়ে হাটিয়া পার হইতে পারা না যায় তবে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মালিকী স্বত্ব হইয়া থাকে এবং ইহাকে গবর্ণমেণ্টের "জজিরা" মহাল কহে। (১) অনেক সময়ে নূতন চর প্রথমে দ্বীপাকারে থাকিয়া পরে মধ্যবর্ত্তী জলপ্রণালী শুকাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী মহালের সহিত যোগ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে কলিকাতা হাইকোর্ট নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে যদি পয়স্ত হইবার সময় দ্বীপাকারে থাকে এবং সেই অবস্থাতে গবর্ণমেণ্ট দখল লইয়া থাকেন তবে পরে কোন মহালের লপ্ত হইয়া গেলে ও তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না। (২)

---

(১) ১৮২৫ সালের ১১ আইন ৪ (৩) ধারা।

(২) দখল লইবার নিয়ম—১৮৬৮ সালের ৪ আইন ৩ ধারা।

লপ্ত পয়স্ত

(খ) যদি নূতন চর আসলী পারের সংলগ্ন হইয়া পড়ে অথবা বিচ্ছেদ থাকিলে ও যদি মধ্যবর্ত্তী জলপ্রণালী এত অগভীর থাকে যে বৎসরের মধ্যে কোন সময় তাহা হাটিয়া পার হওয়া যায় তবে তাহা যে মহালের সংলগ্ন বা সন্নিকট তাহাকে সেই মহালের লপ্ত পয়স্তি বলিয়া ধরা যায়। পয়স্তি ভূমি সম্পূর্ণরূপে চিরস্থায়ী মহালের সীমানার অন্তর্গত হইলে অর্থাৎ চিরস্থায়ী মহালের জমি পূর্ব্বে সিকস্ত হইয়া থাকিলে সিকস্তীর পূর্ব্বে যে পর্য্যন্ত ঐ মহালের সীমানা ছিল তাহার মধ্যে পড়িলে তাহাকে "স্বস্থল পয়স্তি" আর যদি নূতন চর সেই সীমানার বহির্দ্দেশে পড়ে তবে তাহাকে লপ্ত পয়স্তী বলে। যে মহালের স্বস্থলে বা লপ্তে পয়স্তি হইয়াছে নূতন চরে সেই মহালের মালিকের মালিকী স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। কিন্তু কোন মহালের লপ্তে অন্য মহালের স্বস্থলের জমি জাগিয়া উঠিলে তাহা যে মহালের স্বস্থলে উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে সেই মহালের মালিকের মালিকী স্বত্ব হইবে; তাহাতে লপ্ত পয়স্তির দাবি খাটিবে না। (১)

লপ্ত পয়স্তীর মালিকী স্বত্ব

২। স্বস্থল পয়স্তী জমি যে ভূমির স্বস্থলে পয়স্ত হইয়াছে যদি মালিক সীকস্তীর বাবদ সদর খাজানা মিনাহ্ না লইয়া থাকেন তবে তজ্জন্য তাহার অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে হয় না। লপ্ত পয়স্তী ভূমিতে আসলী মহালের মালিকের মালিকী স্বত্ব জন্মে বটে কিন্তু অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে হয়। সেই প্রকার আবার মূল মহালের ভূমি সীকস্ত হইয়া গেলে মালিক

(১) ১৮২৫ সালের ১১ আইন ৪ (১) ধারা।

সীকস্তী ভূমির পরিমাণ অনুসারে সদর খাজানা মিনাহ পাইবার অধিকারী হইয়া থাকেন কিন্তু সদর খাজানা মিনাহ লইলে স্বস্থল পয়স্তী ভূমি পাইবার অধিকার লোপ হয়। (১)

দিয়ারা জরীপ

৩। উপরের লিখিত মত সীকস্তী ভূমির বাবদ সদর খাজানা মিনাহ দেওয়া এবং পয়স্তী ভূমির বাবদ অতিরিক্ত রাজস্ব নির্দ্ধারণ করার নিমিত্ত ১৮৪৭ সালের ৯ আইনের বিধান মতে প্রতি দশ দশ বৎসর অন্তে গবর্ণমেণ্ট সমুদ্র ও নদী তটের ভূমি জরীপ করিবার আদেশ করিতে পারেন। (২) ইহাকে "দিয়ারা জরীপ কহে। ১৮৭৭ সনে বঙ্গদেশে প্রথম "দিয়ারা জরীপ" হয়। বোর্ড অব্ রেবেনিউর উপদেশানুসারে বাবু পার্ব্বতী চরণ রায় ডেপুটী কালেক্টর উক্ত জরীপ ও বন্দোবস্তের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নূতন নিয়মানুসারে এখন আর দিয়ারা বন্দোবস্তের নিমিত্ত পৃথক আয়োজন হইবে না। জিলার সার্ভে সেটেলমেণ্টের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সেটেলমেণ্ট অফিসার দিয়ারার কার্য্য ও সম্পন্ন করিবেন।

৪। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন ও জরীপ আইনের বিধান মতে জরীপ করিয়া স্বত্বের-লিখন প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

দিয়ারা জরীপের কাগজ প্রস্তুত।

দিয়ারার কার্য্য ১৮৪৭ সনের ৯ আইন অনুসারে সম্পন্ন হয়। সুতরাং সেটেলমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে দিয়ারার কার্য্য করিতে হইলে এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের লিখিত মত প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১০১ ধারা ও জরীপ আইনের ৩ ধারা মতে যে গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞা প্রচার হইয়া

(১) ১৮৪৭ সালের ৯ আইন ৫—৬ ধারা।
(২) ১৮৪৭ সালের ৯ আইন ৩ ধারা।

থাকে তদতিরিক্ত ১৮৪৭ সনের ৯ আইনের ৩ ধারা মতে গবর্ণমেণ্টের পৃথক বিজ্ঞাপন প্রচার হইয়া থাকে। (১) উভয় অনুজ্ঞা এক সময়ে প্রচার হইলে পুনর্ব্বার জরীপের প্রয়োজন হয় না। একই জরীপের উপর নির্ভর করিয়া স্বত্বের লিখনের কার্য্য ও দিয়ারার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রজা স্বত্ব আইন অনুসারে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া তছদিক সমাপনান্তে ১০৩ (ক) ধারার আপত্তি নিষ্পত্তি করতঃ তদনুসারে কাগজ সংশোধন করিয়া ঐ সংশোধিত কাগজ হইতে দিয়ারার কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৫। দিয়ারার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর প্রথমতঃ বড় নদীর তীরস্থ মৌজা গুলির সেটেলমেণ্টের নকসাকে ৪ ইঞ্চি স্কেলে অঙ্কিত করিয়া লইয়া ঐ সকল মৌজার ৪ ইঞ্চ স্কেলের রেভেনিউ সার্ভে নক্সার সহিত উপর্য্যুপরি বসাইয়া কোন্ স্থানে সীকস্ত বা পয়স্ত হইয়াছে তাহা চিহ্ন করিয়া লইবেন।

সীকস্তী পয়স্তী নির্ণয়।

(১) ভিন্ন ভিন্ন জিলায় সেটেলমেণ্টের কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে দিয়ারার কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক পৃথক গবর্ণমেণ্ট আদেশ প্রচার হইয়াছে যথা :—

বাকরগঞ্জ নং $\frac{\text{টী, আর}}{১৯৬৭}$ তারিখ ২ অকটুবর ১৯০০

ফরিদপুর—নং $\frac{\text{এল, আর}}{৪৮৯৪}$ তারিখ ২০ ডিসেম্বর ১৯০৪

এবং নং $\frac{\text{আর}}{২৯৫০}$ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর ১৯০৮

ময়মনসিংহ—নং $\frac{\text{আর}}{২৭৮৫}$ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ১৯০৮

ঢাকা—নং $\frac{\text{আর}}{২৯৯২}$ তারিখ ২১ ডিসেম্বর ১৯১০

এইরূপে কোথায় তদন্ত করা প্রয়োজন তাহা স্থির হইলে সেই সকল স্থানে বিস্তারিত তদন্ত আরম্ভ করিবেন। (১)

৬। যে খানে সীকস্ত হইয়াছে তথায় ডেপুটী কালেক্টরের সরেজমিনে অধিক কিছু করিতে হয় না। সীকস্তী মহালের মালিকের নামে নোটিষ জারী করিতে হয়। তিন মাস মধ্যে মালিক সদর খাজানা মিনাহ পাওয়ার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলে ১৮৪৭ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার বিধান অনুসারে হারাহারি মতে সদর খাজানা মিনাহ দেওয়া হইয়া থাকে। কোন মালিক ভাবী স্বস্থল পয়স্তী ভূমিতে স্বত্ব বজায় রাখিবার মানসে সদর খাজানা মিনাহ লইতে ইচ্ছা না করিলে তাহাকে মিনাহ লওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় না। (২)

সীকস্তী জন্য সদর খাজানা মিনাহ।

৭। কোন খানে অতিরিক্ত পয়স্ত হওয়া প্রকাশ পাইলে ডেপুটী কালেক্টরের তৎসম্বন্ধে অনেক রকম তদন্ত ও অনুসন্ধান করিতে হয়। প্রথমতঃ রেভেনিউ অথবা থাক নক্সা মিলাইয়া রেভেনিউ সার্ভের সময় নদীর তীর যে খানে ছিল তাহা চিহ্ন করিয়া লইয়া ঐ সার্ভের পরে কত খানি পয়স্ত হইয়াছে তাহা অবধারণ করিয়া পরে ঐ অতিরিক্ত পয়স্তী ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করিবার নিমিত্ত জমাবন্দী প্রস্তুত করিতে হয়।

পয়স্তী নির্ণয় ও জমাবন্দী।

৮। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে নূতন পয়স্তী জমি কেবলমাত্র রেভেনিউ সার্ভের নক্সার প্রদর্শিত সীমানার বাহিরে পড়িলেই রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য হয় না। দশ সালা বন্দোবস্তের সময়ে মহালের যে সীমানা ছিল তাহার বাহিরে যে নূতন চর তাহাই

(১) ফরিদপুরের দিয়ারা রুল ১—৩ অনুঃ
(২) সেটেলমেণ্টের ম্যানুয়েল ১৯৭ পৃষ্ঠা ৭৪৯ অনুঃ

রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য। দশ সালা বন্দোবস্তের সময় কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরে কোন জরীপ হইয়াছিল না ; সুতরাং দশ সালা বন্দোবস্তের কাগজ দ্বারা সীমানা নির্ণয় করা যায় না। ঐ বন্দোবস্তের পর থাকবস্ত ও রেভেনিউ সার্ভেই প্রথম প্রমাণিক জরীপ ; সুতরাং অন্য প্রমাণাভাবে থাকের নক্সা ও রেভেনিউ সার্ভে নক্সাতে মহালের যে সীমানা অঙ্কিত হইয়াছে দশ সালা বন্দোবস্তের সময় তাহাই বর্ত্তমান ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় ; কিন্তু যদি কোন মালিক অন্য বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে পারেন যে থাক কিম্বা রেভেনিউ সার্ভের সময় অপেক্ষা দশ সালা বন্দোবস্তের সময় অধিক জমি মহালভূক্ত ছিল তবে গবর্ণমেণ্ট তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য।

দিয়ারা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সাধারণ আদেশ।

৯। ১৮৭৮ সালে দিয়ারা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের সাধারণ আদেশ প্রচার হইয়াছিল ঃ—"জমিদার কোন ভূমি তাহার দায়েমী মহালের সীমানা ভূক্ত ছিল এবং তদ্বাবদে সদর খাজানা মিনাহ নেওয়া হয় নাই এরূপ প্রমাণ করিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্ট তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। এমতাবস্থায় কোন মহালের লপ্তে নূতন চর পয়স্ত হইলেই গবর্ণমেণ্ট ও ন্যায্যমতে তাহার রাজস্ব ধার্য্যের দাবি করিতে পারেন। যদি জমিদার প্রমাণ করিতে পারেন অথবা রাজস্ব কর্ম্মচারী বুঝিতে পারেন যে নূতন জমি দায়েমী মহালের স্বস্থলে পয়স্ত হইয়াছে তাহা হইলে রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। যদি কোন জমিদার ভাবী পয়স্তী ভূমিতে স্বস্থলের স্বত্ব বজায় রাখিবার মানসে সদর খাজানা মিনাহ লইতে ইচ্ছা না করেন তবে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে মিনাহ লইতে বাধ্য করিবেন না।" (১)

(১) বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৮ সনের ২৯ নবেম্বর তারিখে

১০। থাক্‌বস্ত জরীপকে রেভেনিউ সার্ভে জরীপেরই আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। যে সকল কর্ম্মচারীর উপরে রেভেনিউ সার্ভে জরিপ করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল তাহাদের পক্ষে সীমানাদির বিবাদ মীমাংসা করিয়া জরীপের কার্য্য সম্পন্ন করা অসম্ভব বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন ডেপুটী কালেক্টরকে নিয়োজিত করেন। তাঁহারা প্রত্যেক মৌজা ও মহালের সীমানাদি নির্দ্ধারণ করতঃ কম্‌পাস দ্বারা জরীপ করাইয়া সীমানাস্থলে থাক অর্থাৎ মাটীর টিপ্‌ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক মৌজার এক একটী নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন ইহাই থাকবস্ত জরীপ নামে পরিচিত। থাকবস্ত জরীপের আসল নক্‌সা জিলার কালেক্‌টরীতে আছে আবশ্যকমতে তাহার সহি মোহরের নকল পাওয়া যাইতে পারে।

থাক্‌বস্ত জরীপ।

১১ থাকবস্ত জরীপের নক্‌সাতে যেরূপ সীমানা প্রদর্শিত হইয়াছিল তদ্দৃষ্টে রেভেনিউ সার্ভে করা হইয়াছিল। সচরাচর যে বৎসরথাকের জরীপ হইয়াছিল তাহার পরের বৎসরে রেভেনিউ সার্ভে করা হইয়াছে। যেখানে থাকের কর্ম্মচারীগণ কর্ম্ম শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই সেখানে উভয় জরীপ একই বৎসরেই হইয়াছে।

রেভেনিউ সার্ভে।

১২। অনেক স্থলে বড় নদীর পারের মৌজাগুলিতে থাক ও রেভেনিউ সার্ভের মধ্যবর্ত্তী কালে কোথায়ও সীকস্তী কোথায় বা পয়স্তী হওয়ায় থাকের প্রদর্শিত সীমানা ও রেভেনিউ সার্ভের নক্‌সার সীমানা ঠিক একরূপ নহে। এই নিমিত্ত ১৮৭৭ সালের দিয়ারা জরীপের সময় হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন থাক কিম্বা রেভেনিউ মধ্যে যে নক্‌সা দ্বারা জমিদার অধিক জমি মহালভুক্ত থাকা দেখাইতে

রেভেনিউ সার্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী জরীপ।

পারেন তাহাই গবর্ণমেণ্ট খালাস দিতে বাধ্য। থাক এবং রেভেনিউ সার্ভে ছাড়া ও যদি কোন জমিদার তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রামাণ্য নক্‌সা দ্বারা আরও বেশী জমি মহালভূক্ত থাকা সাব্যস্ত করিতে পারেন তবে তাহাও গবর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। এই কারণে গত দিয়ারা জরীপে যে সকল জমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল অনেক জমিদারেরা ১৮৪৭ সালের কেলছো সাহেবের নক্‌সা ১৮৪২সালের টেসিন্ সাহেবের নক্‌সা এবং ১৭৭৮ সালের রেনল্ড সাহেবের নক্‌সা দৃষ্টে অনেক জমি খালাস পাইয়াছিলেন। এ দানিক কলিকাতা হাইর্কোট নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে রেনল্ড সাহেব মৌজার সীমানা ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া জরীপ করেন নাই। বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত বড় নৌকা ও জাহাজাদির চলাচলের পথগুলি অবধারণ করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, সুতরাং উক্ত নক্‌সা মূলে স্বস্থল পয়স্তের দাবি চলিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন স্থলে এমত তর্ক উপস্থিত হয় যে দশ সালা বন্দোবস্তের সময় কোন নদী ছিলনা, পরে দায়েমী মহাল সীকস্ত হইয়া নদীর উদ্ভব হইয়াছে তাহা হইলে বোধ হয় সেরূপ স্থলে রেনল্ড সাহেবের নক্‌সা প্রমাণে ব্যবহার হইতে পারে।

থাক্ ও রেভেনিউ সার্ভের পার্থক্য।

১৩। থাক্‌বস্ত জরীপ সাধারণ আমীন দ্বারা কম্পাসের সাহায্যে হইয়াছিল। রেভেনিউ সার্ভে থিয়োডলাইট যন্ত্রের দ্বারা সার্ভে ডিপার্টমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছিল সুতরাং জরীপের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে থাক অপেক্ষা রেভেনিউ সার্ভেই অধিক প্রামাণ্য। কিন্তু থাকের জরীপ স্বার্থ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মোকাবেলায় হইয়াছিল এবং তৎসময়ে স্বত্ব ও সীমানা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল বিবাদ ছিল থাক্‌বস্ত জরীপের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টরগণ রীতিমত

তদন্ত ও বিচার করিয়া তাহা নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এবং থাকের আসল নক্সাতে স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বীকার উক্তি স্বরূপ তাহাদের স্বাক্ষর করান হইয়াছিল, রেভেনিউ সার্ভেতে সে প্রকার করা হয় নাই ; সুতরাং বোধ হয় স্বত্ব ও সীমানার তর্ক স্থলে থাক নক্সাই অধিক প্রামাণ্য। রেভেনিউ সার্ভে নক্সার নকল জিলার কালেক্টরী অথবা কলিকাতা সার্ভেয়ার জেনেরেল আফিসে পাওয়া যায়।

রেভেনিউ সার্ভের পরের সৃজিত দায়েমী মহাল।

১৪। রেভেনিউ সার্ভের পরে গবর্ণমেণ্ট যে সকল খাস মহাল বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন কিম্বা দায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন তাহার সীকস্তী পয়স্তী নির্ণয় করিতে হইলে ঐ সকল মহাল বিক্রয় অথবা দায়েমী বন্দোবস্ত করিবার সময়ে খাস মহালের যে নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিতে হয়। সে স্থলে থাক বা রেভেনিউ সার্ভে দেখা নিষ্প্রয়োজন। (১)

নূতন পয়স্তী ভূমির সীমানা নির্ণয়।

১৫। উপরের লিখিত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজস্ব ধার্য্যের যোগ্য নূতন পয়স্তী ভূমির পরিমাণ অবধারণ করা হইলে দিয়ারার ভার প্রাপ্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী উক্ত পয়স্তী ভূমির সীমানা স্থলে পাথর কিম্বা অন্যবিধ স্থায়ী চিহ্ন স্থাপন করতঃ তাহার রাজস্ব ধার্য্যের উদ্যোগ করিবেন। (২)

* (১) সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েল ৭৩৪ অনুঃ
(২) সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েল ৭৪০—৭৪১ অনুঃ

রাজস্ব ধার্য্যের অযোগ্য নূতন পয়স্তীর পরিমাণ।

১৬। নূতন পয়স্তী ভূমির পরিমাণ মূল মহালের মোট জমির ১/৩০ অংশের অধিক না হইলে দশ একর পর্য্যন্ত পয়স্তী ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করা হয় না। যথা যদি মূল মহালের মোট জমি ৩০০ একর হয় তবে পয়স্তী ভূমির পরিমাণ ১০ একর পর্য্যন্ত হইলে রাজস্ব ধার্য্য হয় না। কিন্তু যে মূল মহালের মোট জমি ১০০ একর মাত্র তাহাতে পয়স্তী ভূমির পরিমাণ ৬ একর হইলেই রাজস্ব ধার্য্য করিতে হইবে। (১)

১৭। নূতন চর যাহার জমির লপ্তে পয়স্ত হয় তাহারই উহাতে স্বত্ব হইয়া থাকে অর্থাৎ যে আসলী মহালের লপ্তে পয়স্ত হয় সেই আসলী মহালের মালিকের পয়স্তী ভূমিতে ও মালিকী স্বত্ব হইয়া থাকে এবং আসলীতে মালিকের অধীনে যে প্রজার যে স্বত্ব থাকে পয়স্তী ভূমিতেও সেইরূপ স্বত্ব হয়। (২)

এই অতিরিক্ত পয়স্তী জমির বাবদ কি মালিক কি প্রজা সকলেই অতিরিক্ত খাজনা দিতে বাধ্য। (৩)

পয়স্তীভূমির জমাবন্দী।

১৮। ভার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর পয়স্তী ভূমির রাজস্ব ধার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি হইতে নিম্নলিখিত ফারমে একটী জমাবন্দী প্রস্তুত করিয়া লইবেন।

---

(১) সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েল ৭৪৭ অণু:

(২) ১৮২৫ সালের ১১ আইনের ৪ (১) ধারা।

(৩) ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩ (২) ধারা এবং ১৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৫২ ধারা।

দিয়ারা ভূমির জমাবন্দী।

স্বত্বের লিখনের প্রকাশিত পাণ্ডু লিপিতে				দিয়ারা মহালে যে অংশ পড়ে			আসলি মহালে অবশিষ্ট খাজানা	নির্দ্ধারিত খাজানা								মন্তব্য
								থেবট				খতিয়ান				
থেবট নং	খতিয়ান নং	বিবরণ	খাজানা	দাগ নং	মোট জমি	বর্ত্তমান খাজানা		স্থিত	শত করা বাদ	নূতন খাজানা	নূতন নং	জমির পরিমাণ	নিরিখ	নূতন খাজানা	নূতন নং	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

যে খেবট বা খতিয়ানের জমি সম্যক দিয়ারা অর্থাৎ পয়স্তী ভূমির সীমানার মধ্যে পড়িয়াছে তাহা সম্পূর্ণ জমাবন্দী ফর্দ্দে উঠাইতে হইবে। যাহার কতক আসলীতে ও কতক দিয়ারাতে পড়ে তাহার যে অংশ দিয়ারার মধ্যে পড়িয়া থাকে তাহাই ফারমের ৫ হইতে ৭ ঘরে লিখিতে হয়। যদি পূর্ব্বে এমত ভাবে দাগ করা হইয়া থাকে যে তাহার কতকাংশ আসলী ও কতকাংশ দিয়ারাভুক্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে দাগকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিয়ারার অংশ পৃথক করিতে হইবে এবং সীমানা স্থলে স্থায়ী চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে।

পয়স্তী ভূমির খাজানার হিসাব।

১৯। দিয়ারা জমির খাজানা ধার্য্য হইয়া থাকিলে তাহার বর্ত্তমান খাজানাই জমাবন্দীর ৪ ও ৭ ঘরে লিখা যাইবে। যদি কাহারও জমি আসলী এবং দিয়ারা উভয় মহালে পড়িয়া থাকে তবে তাহার খাজানা হারাহারি করিয়া ফারমের ৭ ও ৮ ঘরে লিখিত হইবে। আর প্রজার নিরিখ ধার্য্য থাকিলে উক্ত নিরিখ অনুসারে হিসাব করিয়া ৭ ঘর পূরণ করিতে হইবে। মালিক ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিজ দখলে জমি থাকিলে প্রচলিত রায়তী নিরিখে এবং বর্গা ও ধান্যকরারী জমি থাকিলে তাহার খাজানা সমতুল্য শ্রেণীর জমির সর্ব্বোচ্চ হারে হিসাব করিয়া রাজস্বের পরিমাণ অবধারণ জন্য জমাবন্দীর ফর্দ্দে লিখা যাইবে তাহা খতিয়ানে উঠিবে না। বর্ত্তমান খাজানা অনুসারেই জমাবন্দী প্রস্তুত করা নিয়ম, তবে যদি কোন প্রজার খাজানা অতি কম হারে থাকে এবং ঐরূপ হারে থাকিবার উপ-, যুক্ত কারণ না থাকে তবে খাস মহালের জমা ধার্য্যের রীত্যনুসারে

উর্দ্ধাফিসের মঞ্জুরী লইয়া উপযুক্ত খাজানা ধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। (১)

দিয়ারাভূমির প্রজাস্বত্ব।

২০। দিয়ারা ভূমির প্রজার স্বত্ব লিখিবার সময় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ১৮০ ধারার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। উক্ত ধারার বিধান মতে দিয়ারার রায়ত ক্রমান্বয়ে ১২ বৎসর ভোগ না করিলে দখলীস্বত্ব জন্মে না। যদি দিয়ারার আয়তন ক্ষুদ্র হয় এবং তাহা আসলীর প্রজাগণ ভোগ করে তবে তাহাতে সাধারণতঃ ১৮০ ধারা প্রয়োগ না করিয়া আসলীতে প্রজার যে স্বত্ব থাকে দিয়ারার জমিতে ও তাহাই লিখিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি দিয়ারা বৃহৎ আয়তনের হয় অথবা যদি তাহা ভিন্ন স্থানের রায়ত ভোগ করে তবে তাহাতে ১৮০ ধারা প্রয়োগ করিতে হয়। (২)

মধ্য স্বত্বাধিকারী ও মালিকের মুনাফা।

২১। দিয়ারা মহালে মধ্যস্বত্বাধিকারী থাকিলে জমাবন্দী ফারমে স্থিতের উপর উপযুক্ত মুনাফা বাদ দিয়া তাহার খাজানা হিসাব করিতে হয়। ১৮৭৪ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের ১৯১৭ নম্বর গবর্ণমেণ্ট আদেশানুসারে দিয়ারা মহালের মালিক বন্দোবস্ত গ্রহণ করিলে তিনি মালিকানা, তহশীল খরচ, ও মুনাফা বাবদ স্থিতের উপর মোট শত করা ৩০৲ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকেন। (৩) বিশেষ

(১) ফরিদপুর দিয়ারা বিধি ৬—৭ অনুঃ

(২) ফরিদপুর দিয়ারা বিধি ১৭ অনুঃ।

(৩) সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েল পরিশিষ্ট "জি"।

কারণে রেভেনিউ বোর্ড ৩০৲ টাকা স্থলে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মঞ্জুর করিতে পারেন। উপরোক্ত আদেশের বলে ফরিদপুর দিয়ারা সেটেলমেণ্টে বোর্ড নিয়ম করিয়াছেন যে মালিক এই অধ্যায়ের ২২ অণুঃ লিখিত নোটিষ প্রাপ্ত হইয়া বিনাপত্যে গবর্ণমেণ্টের দিয়ারা-স্বত্ব ও জমাবন্দী স্বীকারে বন্দোবস্ত গ্রহণ জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে মালিকানা ও মুনাফা ইত্যাদি বাবদ মোট শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে। মালিককে ৩০৲ টাকা কি বেশী দেওয়া হউক তাহা রায়তী স্থিতের উপর হিসাব করা হইবে। মধ্যস্বত্ব থাকিলে মালিক ও সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের মধ্যে তাহা ন্যায্যরূপে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে, সুতরাং মালিক বর্দ্ধিত হারে মুনাফা পাইলে মধ্যস্বত্বাধিকারীগণের ও সেই অনুপাতে মুনাফা বৃদ্ধি হইবে। মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ বর্ত্তমানে যে হারে মুনাফা পাইতেছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের মুনাফার হার স্থির করিতে হয় কিন্তু কোনও কারণে মালিকের মুনাফার হার শতকরা ১০৲ টাকার ন্যূন হইবে না। (১) অতএব মালিকের মুনাফার হার স্থির না করিয়া জমাবন্দীর ১০ ও ১১ ঘর পূরণ করা যাইবে না। (২)

---

(১) ফরিদপুর দিয়ারা বিধি ৭—৯ অণুঃ।

(২) উপরে যে বর্দ্ধিত হারে মুনাফা দেওয়ার কথা লিখা হইয়াছে মালিক বিনাপত্যে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব স্বীকার করিলে চিরকাল ঐরূপ বর্দ্ধিত হারে মুনাফা পাইবেন কি না এবং বন্দোবস্তী পাট্টা কবুলিয়তে তাহার উল্লেখ থাকিবেক কি না নিয়মাবলীতে তাহা পরিস্কাররূপে লিখা নাই।

২২। জমাবন্দীর হিসাব সম্পূর্ণ হইলে ভার প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টর বাজেয়াপ্তি রোবকার লিখিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে নোটিষজারী করিবেন।

বাজেয়াপ্তির নোটিষ।

"১৮১৯ সনের ২ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮৪৭ সনের ৯ আইনের ৬ ধারানুযায়ী কার্য্যাবলীর নোটিশ।

... ... প্রতি

যেহেতু ১৮৪৭ সনের ৯ আইনের ৩ ধারা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত—নং বিজ্ঞাপনের বলে... ... ... নদীর তীরস্থ ভূমির নূতন জরীপ করা হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কিত নূতন নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে এবং যেহেতু এইসকল নক্সা পরিদর্শন ও স্থানীয় তদন্তের পর দেখা যাইতেছে যে... ... নং মহালে নিম্নলিখিত রূপ জমি সংযুক্ত হইয়াছে,—

মৌজার নাম... ... ...জমির পরিমাণ......

এবং যেহেতু দেখা যাইতেছে যে এই অতিরিক্ত জমি দশসালা বন্দোবস্তের পরবর্ত্তী পয়স্তি; সুতরাং এই জমিতে ১৮১৯ সনের ২ আইনের ৩ ধারার [২ য় প্রকরণ] বিধান মত গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ধার্য্য হইবার যোগ্য এবং বঙ্গীয় ১৮৫৮ সনের ৩১ আইনের ২ ধারা অনুসারে সমস্ত নিম্ন স্বত্বাধিকারীর কর নিরূপণের যোগ্য।

এতদ্দারা এই জমির প্রজা ও ভূম্যধিকারিগণকে জানান যাইতেছে যে... ... ... তারিখে ১৮৫৮ সনের ৩১ আইনের ১ ধারা অনুস্বারে এই ভূমির একটী পৃথক মহাল করা হইবে এবং পয়স্তি জমির কর নির্দ্ধারনের প্রচলিত নিয়মানুসারে উহার উপর সরকারী রাজস্ব বসান হইবে এবং জমির খাজানা নিরূপিত হইবে।"

আরও জানান যাইতেছে যে এই কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা শ্রীযুক্ত সেটেলমেণ্ট অফিসার সাহেবের নিকট প্রেরণ জন্য উক্ত তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে আমার নিকট দাখিল করিতে হইবে।"

রাজস্ব কর্ম্মচারী।

বন্দোবস্তের নোটিষ ও মালিকানা।

২৩। নোটিষের লিখিত তারিখে মালিক ও প্রজাগণ উপস্থিত হইলে যে প্রকার দিয়ারার সামানা ধার্য্য হইয়াছে ও জমাবন্দীর হিসাব করা হইয়াছে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া ভুল ভ্রান্তি প্রকাশ পাইলে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন এবং ১৮২২ সনের ৭ আইনের ১০ ধারার ৪ প্রকরণ মতে মালিকের নামে বন্দোবস্ত নেওয়ার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত মর্ম্মে নোটিষ জারি হইবে। যদি মালিক বিনাপত্যে গবর্ণমেণ্টের দিয়ারা স্বত্ব ও জমাবন্দী স্বীকারে দরখাস্ত দিয়া থাকেন তবে ৫০৲ টাকা নচেৎ ৩০৲ হিসাবে মালিকের প্রাপ্য মালিকানা ও মুনাফা ইত্যাদি হিসাব করিয়া মুনাফার টাকা মালিক ও মধ্যস্বত্বাধিকারীগণ মধ্যে যথোচিত বণ্টন করিয়া দিয়া জমাবন্দী করিতে হইবে।

নোটিষ

"Notice to Proprietors under Section 10, Clause 4, Regulation vii of 1822.

শ্রী—— প্রতি

মহাল—জিলা··· ··· ···তৌজি ভুক্ত নং··· ··· ···

যে হেতু উক্ত মহাল···সন হইতে মালিকান সহিত বন্দোবস্ত করা আবশ্যক সেমতে অত্র নোটীশ দ্বারা আপনাকে জানান

যাইতেছে যে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী দ্বারা ১৯০··· ···সনের··· ··· ··· তারিখে······মোকামে এপক্ষ সমীপে উপস্থিত হইয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ ও ডৌল কবুলিয়ত দস্তখৎ করিবেন। বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে সম্মত না থাকিলে, অথবা অবধারিত জমাবন্দীতে কোন আপত্তি থাকিলে ঐ তারিখে আপত্তি উপস্থিত করিবেন ইতি”

মোকাম······

তারিখ······

২৪। এক মহালের লপ্তে যে পরিমাণ দিয়ারা সাব্যস্ত হয় তাহার এক বন্দোবস্তই হওয়া রীতি। যদি একাধিক মালিক থাকেন ও তাহারা আপোষে দিয়ারা ভূমি বণ্টন করিয়া লইয়া পৃথক ২ ভাবে দখলকার থাকেন তবে দখল অনুসারে পৃথক ২ বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। (১)

২৫। একাধিক মালিক স্থলে যদি সকলে এজমালে বন্দোবস্ত লইতে অনিচ্ছুক হয়েন তবে তাহারা প্রার্থনা করিলে যদি প্রত্যেক অংশের সদর খাজনা ১০৲ টাকার ন্যূন না হয় তবে মালিকদিগের অংশানুসারে বাঁটারা করিয়া দিয়া ভিন্ন ২ অংশ ভিন্ন ২ মালিকের সহিত পৃথকভাবে বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। (২)

২৬। যদি দিয়ারা ভূমি এক মহালের লপ্তে পয়স্ত হয় এবং অপর মহালের মালিকের দখলে থাকে তবে দখলকার মালিকের

(১) ১৮২২ সনের ৭ আইন ১০ (১৯) ধারা এবং ফরিদপুর দিয়ারা বিধি ১৯ অনুঃ

(২) ১৮২২ সনেয় ৭ আইন ১০ ধারা ৯ প্রকরণ এবং বাঁটারা আইন ১১ ধারা।

সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে। যাহার মহালের লপ্তে পয়স্ত হইয়াছে তিনি উপযুক্ত আদালতে স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার স্বত্ব স্বীকার করিবেন। (১)

দিয়ারা ভূমিতে পৃথক মহাল হইবে।

২৭। দিয়ারা ভূমির ম্যাদি বন্দোবস্ত হইলে ১৮৫৮ সনের আইনের বিধান মতে তাহা পৃথক মহাল স্বরূপ গণ্য হয়। মূল মহালের সহিত তাহার আর কোন সম্পর্ক থাকে না। দিয়ারা ভূমি যে মহালের লপ্তে পয়স্ত হইয়াছে যদি তাহা ম্যাদি বন্দোবস্তা মহাল হয় তবে মালিকেরা ইচ্ছা করিলে বোর্ডের মঞ্জুরী ক্রমে নূতন দিয়ারায় যে রাজস্ব ধার্য্য হয় তাহা মূল মহালের রাজস্বের সহিত যোগ করিয়া মূল মহালের সংশোধিত কবুলিমত লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে নূতন মহাল সৃজনের প্রয়োজন হয় না। (২)

দিয়ারা মালিক বন্দোবস্ত না পাইলে।

২৮। মালিক বন্দোবস্ত গ্রহণ না করিলে দিয়ারা জমি পৃথক মহাল গণ্যে জিলার কালেক্টরের খাস তহসিলে রাখা হইবে অথবা ইজারা বান্দেবস্ত করা যাইবে। মালিকেরা মালিকানা পাইবেন। (৩)

২৯। এই বন্দোবস্ত করার সময়ে এই পুস্তকের সপ্তদশ অধ্যায়ের লিখিত নিয়ম মতে ডেপুটী কালেক্টর প্রত্যেক দিয়ারা

---

(১) সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েল ৭৪৮ অণুঃ

(২) ” ” ৭৩০ অণুঃ

(৩) ” ” ৭৩২ অণুঃ

মহালের পথকর এবং পূর্ত্তকার্য্যের করের ও একটী ভ্যালুয়েশন রোল (বার্ষিক মূল্যের তালিকা) প্রস্তুত করিয়া তাহার এক খণ্ড নকল মালিকের উপর এবং মধ্যস্বত্ব থাকিলে সংক্ষিপ্ত নকল মধ্যস্বত্বাধিকারীর উপর জারি করিবেন। (১)

দিয়ারার পথকর।

৩০। এক এক থানার কার্য্যশেষ হইলে ঐ থানার এক এক নদীতে যত দিয়ারা হয়, তাহার নথী পৃথক পৃথক প্রস্তুত করিয়া রিপোর্ট সহ এক যোগে উর্দ্ধাফিসের মঞ্জুরী জন্য প্রেরণ করিবেন। বন্দোবস্ত মঞ্জুর হইয়া নথী ফেরত আসিলে কালেক্টরীর তৌজিতে প্রত্যেক মহালের একটী করিয়া নূতন নম্বর পড়িবে এবং ডেপুটী কালেক্টর দিয়ারার নথী দৃষ্টে মূল মহালের স্বত্বের লিখনের যে যে স্থানে সংশোধন প্রয়োজন হয় তাহা সংশোধন করিবেন। (২)

দিয়ারা বন্দোবস্তের রিপোর্ট।

৩১। দিয়ারার আয়তন বৃহৎ হইলে তাহা পৃথক মৌজা গণ্যে তাহাতে নূতন মৌজানম্বর পড়িবে। ক্ষুদ্র আয়তনের হইলে মূল মৌজার সামিলেই থাকিবে।

দিয়ারা ভূমির মৌজা নম্বর-স্থাপন।

৩২। যে সনে দিয়ারা বন্দোবস্ত হয় তাহার পরের সনের প্রথম হইতে নূতন জমা আদায় হইবে। (৩)

দিয়ারা বন্দোবস্ত আমলে আসিবার তারিখ।

---

(১) ফরিদপুর দিয়ারা বিধি ২১ অনুঃ।
(২) " " " ১৫ অনুঃ।
(৩) " " " ২০ অনুঃ।

৩৩। দিয়ারা বন্দোবস্ত সম্পর্কে ডেপুটী কালেক্টর যে আদেশ প্রদান করেন তাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট হইলে তদ্বিরুদ্ধে সেটেলমেণ্ট অফিসার নিকট আপীল হইতে পারে। সেটেলমেণ্ট অফিসারের আদেশে অসন্তুষ্ট হইলে তদ্বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিসনার নিকট এবং কমিসনারের আদেশের বিরুদ্ধে রেভেনিউ বোর্ডে আপীল চলিতে পারে। (১)

আপীল।

---

(১) ফরিদপুর দিয়ারা বিধি ১৫ অনুঃ।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

---*---

বণ্টন বা বাঁটারা।

বাঁটারার আইন।

যে মহালের রাজস্ব কালেক্টরীতে দাখিল হয় তাহার বাঁটারা করার প্রয়োজন হইলে ঐ মহালের মালিকগণ জিলার কালেক্টর নিকট আবেদন করিলে, তিনি বঙ্গ কৌন্সিলের ১৮৯৭ সনের ৫ আইনের বিধান মতে তাঁহার অধীনস্থ কোন ডেপুটী কালেক্টর দ্বারা মহালের জরীপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করাইয়া বাঁটারা করিয়া দিয়া থাকেন।

কালেক্টরীর বাঁটারার অসুবিধা ও তৎপ্রতিকার।

২। এই প্রণালীতে বাঁটারার কার্য্য সম্পন্ন করা বহু ব্যয় সাধ্য, ও তাহাতে এত সময় লাগিয়া থাকে যে যত দিনে বাঁটারার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় তত দিনে জমির অবস্থাদি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে তখন আর বাঁটারার নক্সা দৃষ্টে জমি চিনিতে পারা যায় না। (১) আবার যে সকল জিলাতে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট হইতে জরীপ ও স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হয়, তথায় স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইবার পরে বাঁটারা হইলে স্বত্বের লিখন প্রস্তুত করিবার ব্যয় ও পরিশ্রমের কিছুই সার্থকতা থাকে না। এই সকল ও অন্যান্য অসুবিধা দূরীকরণার্থ সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে আদেশ প্রচার করিয়াছেন ঃ—

---

* (১) বাথরগঞ্জ জিলার পরগণা আরঙ্গপুর ও কৃষ্ণদেবপুরের বাঁটারা ইহার দৃষ্টান্ত।

"কোন জিলায় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের দশম অধ্যায়ের বিধানমতে সার্ভে সেটেলমেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হইলে উক্ত সেটেলমেণ্টের স্বত্বের লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে কোন মহালের বাঁটারার জন্য দরখাস্ত দাখিল হইলে অথবা দরখাস্ত পূর্ব্বে দাখিল হইয়া থাকিলেও তৎসম্বন্ধে কার্য্য না হইয়া থাকিলে, সেটেলমেণ্ট বিভাগের নিয়োজিত ডেপুটী কালেক্টর দ্বারা বাঁটারার কার্য্য নিষ্পাদন হইবে অর্থাৎ উক্ত বিভাগের ডেপুটী কালেক্টর প্রতি বাঁটারা আইন (১৮৯৭ সালের ৫ আইন) অনুসারে ক্ষমতা অর্পিত হইবে এবং উক্ত ডেপুটী কালেক্টর সেটেলমেণ্টের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঁটারার কার্য্য শেষ করিয়া উক্ত আইনের ৫৪ ও ৫৮ ধারার বিধান মতে কালেক্টরের মঞ্জুরীর জন্য অর্পণ করিবেন, এবং আইন অনুসারে বাঁটারার কার্য্য চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়া গেলে তদনুসারে সেটেলমেণ্টের চূড়ান্ত স্বত্বের লিখন প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইবে। কিন্তু বাঁটারা আইন অনুসারে জিলার কালেক্টরের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে; ইহার দ্বারা তাহার ব্যত্যয় হইবে না।" (১)

---

(১) বোর্ড্ অব্ রেভেনিউ বরাবরে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের ১৯১০ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখের $\frac{\text{আর}}{\text{১৯৩৪}}$ নং আদেশ দ্রষ্টব্য।

ঢাকা ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ জিলাতে সেটেলমেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় সম্প্রতি ঐ কয়েক জিলার নিমিত্ত উপরোক্ত আদেশ পরীক্ষার্থ প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ক্রমে অন্যান্য জিলায় সেটেলমেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হইলে ঐ সকল জিলা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট আদেশ পরে প্রচার হইবে।

৩। সেণ্টেলমেণ্ট বিভাগের কর্ম্মচারী দ্বারা বাঁটারার কার্য্য হইলে সুবিধা এই যে ঃ—(ক) যে সকল বিবাদ উপস্থিত হইবে তাহা সেটেলমেণ্ট উপলক্ষেই নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে, দ্বিতীয়বার নিষ্পত্তি করিতে হইবে না।

সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা বাঁটারা হইবার সুবিধা।

(খ) বাঁটারা চূড়ান্ত হইয়া গেলে তাহা সেটেলমেণ্টের চূড়ান্ত স্বত্বেরলিখনে লিপিবদ্ধ থাকিবে। বাঁটারার পরে উক্ত স্বত্বেরলিখন আর সংশোধনের প্রয়োজন হইবে না।

(গ) সেটেলমেণ্টের কার্য্য উপলক্ষে ডেপুটী কালেক্টর মহালের সম্যক্ অবস্থা অবগত হইয়া উপযুক্ত মত "সাম্" প্রস্তুত করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা পাইবেন।

(ঘ) উভয় কার্য্য একত্র সম্পন্ন হইলে ব্যয় ও সময়ের লাঘব হইবে। (১)

৪। বাঁটারার দরখাস্ত জিলার কালেক্টর নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং তাহাতে নিম্ন লিখিত বিবরণ সকল লিখিত হইবে এবং তাহাতে দরখাস্তকারী অথবা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত এজেণ্ট সত্যতা লিখিবেন ঃ—

বাঁটারার দরখাস্ত।

(ক) প্রার্থনাকারীর নাম ও বাসস্থান।

(খ) মূল মহালের নাম।

---

(১) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট বরাবরে বোর্ডের ১৬—৭—১০ তারিখের নং ৯৬৫ পি, টি, রির্পোট দ্রষ্টব্য।

(গ) মূল মহালের তৌজি নম্বর ও সদর খাজানা।

(ঘ) কালেক্টরীর জেনেরেল রেজেষ্টরীতে মূল মহালের নম্বর।

(ঙ) মূল মহালের প্রত্যেক মালিকের (নামজারী থাকুক কি না থাকুক) নাম ও বাসস্থান। মূল মহালের সহিত অন্য মহালের এজমালী জমি থাকিলে ঐ মহালের প্রত্যেক মালিকের নাম ও বাসস্থান।

(চ) মূল মহালের প্রত্যেক মালিকের স্বত্বের পরিচয় ও অংশের পরিমাণ।

(ছ) অন্য মহালের মালিকের সহিত এজমালী দখলে কোন জমি থাকিলে উক্ত জমির বিবরণ এবং উক্ত অপর মহালের মালিকের স্বত্বের পরিচয়।

(জ) মূল মহালের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল মহাল থাকে ঐ সকল মহালের প্রত্যেক মালিকের নাম ও বাসস্থান এবং বাসস্থান যে পোস্টাফিসের অধীন তাহার নাম, এবং উক্ত মালিকগণ মধ্যে যে ব্যক্তি যে নম্বর মহালের মালিক তাহার বিবরণ।

(ঝ) মন্তব্য।

(ঞ) সত্য পাঠ (১)

---

(১) বাটারা আইন ১৮ ধারা। বাঁটারা ম্যানুয়েল ৮৯ পৃষ্ঠা।

৫। দরখাস্তের সহিত সত্য পাঠ যুক্ত মূল মহালের স্থিতের কাগজ দাখিল করিতে হইবে এবং পূর্ব্বে কোন জরীপ বা স্বত্বেরলিখন প্রস্তুত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ লিখিতে হইবে। সত্য পাঠ দরখাস্তকারী অথবা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত এজেণ্ট লিখিলে চলিবে। যদি দরখাস্তকারী স্থিতের কাগজ দাখিল করিতে না পারেন তবে তাহা কাহার নিকট আছে দরখাস্তে লিখিয়া দিতে হইবে। কালেক্টর সাহেব ইচ্ছা করিলে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কাগজ তলপ করিয়া লইতে পারেন। (১)

স্থিতের কাগজ।

৬। মহালের এজমালী দখলকারগণ মধ্যে কালেক্টরীতে যাহার নামজারী আছে তিনিই তাহার অংশের জমি পৃথক করতঃ পৃথক মহাল করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে পারেন। একাধিক ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহাদের অংশের জমি একত্র রাখিয়া এক পৃথক মহাল করিবার প্রার্থনা করিতে পারেন। কালেক্টরীতে নামজারী না থাকিলে বাঁটারার প্রার্থনা করা যায় না। (২)

বাটারার দরখাস্ত করিবার অধিকারী।

৭। নিম্ন লিখিত কয়েক প্রকারের বাঁটারা হইতে পারে যথা :—

বাটারার প্রকার।

(ক) রেজেষ্টরীকৃত এক বা একাধিক মালিক তাহার বা তাহাদের অংশের জমি পৃথক করিয়া পৃথক মহাল করিতে পারেন।

---

(১) বাঁটারা আইন ১৯ ধারা।

(২) " " ৪ ধারা।

(খ) কোন রেজেষ্টরীকৃত মালিক মূল মহালের সম্যক্ ভূমিতে দখলকার না থাকিয়া মৌজা বিশেষে দখলকার থাকিলে ঐ মৌজার জমি তাহার অংশে রাখিয়া তদনুপাতে সদর খাজানার অংশ করাইয়া পৃথক মহাল করাইতে পারেন। কিন্তু কোন ব্যক্তির একাধিক মৌজার কিছু কিছু জমি থাকিলে প্রত্যেক মৌজারই কিছু কিছু জমি তাহার অংশে রাখিয়া বাঁটারা হইতে পারে না। (১)

(গ) রেজেষ্টরীকৃত মালিকের কতক জমি নিজ দখলে ও কতক জমিতে এজমালী দখল থাকিলে, নিজ দখলী জমি তাহার অংশে রাখিয়া বাকী প্রাপ্য জমি তাহার সহিত যোগে পৃথক মহাল করা যাইতে পারে।

(ঘ) কোন রেজেষ্টরীকৃত মালিকের একাধিক প্রকারের দখল থাকিলে যতদূর সম্ভব উপরের লিখিত নিয়মগুলি খাঁটাইয়া বাঁটারার কার্য্য করিতে হয়।

বাঁটারার বাধা। ৮। নিম্ন লিখিত অবস্থাতে বাঁটারা হইতে পারে না ঃ—

(ক) মহালের সকল মালিকের সম্মতিক্রমে আপোষ বাঁটারা হইয়া প্রত্যেক অংশীদার নিজ নিজ অংশে দখলকার থাকিলে সকলে এক যোগে প্রার্থনা না করিলে অথবা আদালতের ডিক্রি ভিন্ন বাঁটারা হইতে পারে না। (২)

---

(১) বাঁটারা আইন ৫ ধারা।

(২) " " ৭ ধারা।

(খ) প্রার্থনাকারীর অংশের জমি পৃথক করিলে যদি ঐ অংশের সদর খাজানা ১০৲ টাকার অতিরিক্ত না হয় তবে বাঁটারার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে না। (১)

(গ) প্রার্থনাকারীর অংশের জমি পৃথক করিলে অবশিষ্ট অংশের সদর খাজানা যদি ৫৲ টাকার অতিরিক্ত না হয় তবে বাঁটারার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে না। (১)

(ঘ) যদি জিলার কালেক্টর বিবেচনা করেন যে বাঁটারা করিলে অংশ বিশেষের সদর খাজানা নিরাপদ হইবে না তাহা হইলে বাঁটরার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে না। (১)

৯। যদি আবশ্যকীয় সমস্ত বিবরণ দরখাস্তে রীতিমত লিখিত না থাকে তবে কালেক্টর দরখাস্ত অগ্রাহ্য অথবা সংশোধন জন্য প্রত্যর্পণ করিতে পারেন। (২)

১০। কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় দরখাস্ত রীতিমত লিখিত হইয়া থাকিলে এবং বাঁটারা হওয়ার পক্ষে কোন আপত্তির কারণ দেখিতে না পাইলে, অন্য কাহার ও কোন আপত্তি আছে কি না তাহা জানিবার নিমিত্ত একটী দিন ধার্য্য করিয়া যে সকল মালিক বাঁটারার জন্য প্রার্থনা করেন নাই তাহাদের উপর এই মর্ম্মে ইস্তাহার জারী করিবেন যে তাহাদের কোন আপত্তি থাকিলে নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে স্বয়ং কিম্বা এজেণ্ট দ্বারা

ইস্তাহার জারী।

(১) বাঁটারা আইন ১১ ধারা।

(২) বাঁটারা আইন ২০ ধারা।

উপস্থিত হইয়া আপত্তি করিবেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখ ইস্তাহার জারীর তারিখ হইতে ৩০ দিনের ন্যূন অথবা ৬০ দিনের অধিক হইবে না। ইস্তাহারের এক খণ্ড জিলার জজ কোর্টে, এবং মহাল যে যে মুন্সেফী সব্ ডিবিসন ও থানার এলাকায় থাকে সেই মুন্সেফী আদালতে ও সব্ ডিবিসনাল কাছারীতে ও থানাতে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইবে। (১)

বাঁটারা অগ্রাহ্যের আদেশ।

১১। উপরোক্ত তারিখ মধ্যে যে সকল আপত্তি দাখিল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া যদি আপত্তি সঙ্গতঃ বলিয়া বোধ হয়, তবে কালেক্টর নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া বাঁটারার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন। (২)

আদালতে মোকদ্দমা করার জন্য ৪ মাসের অবকাশ।

১২। যদি মূল মহালের মালিকী স্বত্ব সম্বন্ধে এরূপ তর্ক উপস্থিত হয় যাহা ইত্যগ্রে কোন উপযুক্ত আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হয় নাই, তাহা হইলে তদন্তে প্রর্থনাকারী তাহার দাবিকৃত অংশে দখলকার থাকা সাব্যস্ত হইলে, কালেক্টর সাহেব বাঁটারার কার্য্য চলিবার আদেশ করিতে পারেন অথবা আপত্তিকারী উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা স্থাপন করিবার নিমিত্ত বাঁটারার কার্য্য ৪ মাসের জন্য স্থগিত রাখিতে পারেন। (৩)

---

(১) বাঁটারা আইন ২১ ধারা।
(২) " " ২২ ধারা।
(৩) বাঁটারা আইন ২৩ ধারা।

দেওয়ানী আদালতে আপত্তির কথা।

১৩। যদি ৪ মাস মধ্যে আপত্তিকারী কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে এমত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করেন যে তাহার নিষ্পত্তি না হইলে বাঁটারা চলিতে পারে না, তাহা হইলে কালেক্টর উক্ত মোকদ্দমার বিচার সাপক্ষে বাঁটারা স্থগিত রাখিবেন। (১)

বাঁটারা চলিবার মঞ্জুরী রোবকার।

১৪। যদি ৪ মাস মধ্যে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত না হয় অথবা ২১ ধারার ইস্তাহার মূলে যে সকল আপত্তি দাখিল হইয়া থাকে তাহাতে কালেক্টরের বিবেচনায় বাঁটারা অগ্রাহ্য হওয়ার প্রচুর কারণ প্রদর্শিত না হয়, তবে কালেক্টর সাহেব বাঁটারার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া একটী রোবকার (প্রসিডিং) লিখিবেন। রোবকারীর মর্ম্ম উল্লেখে প্রত্যেক মালিকের নামে ডাকযোগে নোটিষ প্রেরণ করিয়া তাহাদের পক্ষে কার্য্য করার নিমিত্ত এক এক জন ক্ষমতা প্রাপ্ত এজেণ্ট নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিবেন। রোবকারীতে নিম্নলিখিত বিবরণ সকল লিপিবদ্ধ থাকিবে ঃ—

(ক) প্রার্থনাকারী মালিকের প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ মহাল বাঁটারাধীন করা হইল।

(খ) প্রার্থনাকারীগণ মধ্যে যাহাকে মূল মহালের যত অংশের মালিক সাব্যস্ত করা হইল এবং যাহারা প্রার্থনা করেন নাই তাহাদের যত অংশ অবশিষ্ট থাকিল।

(গ) প্রার্থনাকারীদিগের অংশ পরিমাণ জমিতে এক একটী পৃথক মহাল এবং অবশিষ্ট অংশের জমিতে একটী পৃথক মহাল হইবে। (২)

(১) বাঁটারা আইন ২৪ ধারা। (২) বাঁটারা আইন ২৯ ধারা।

ডেপুটী কালেক্টর নিয়োগ।

১৫। কালেক্টর ২৯ ধারা মতে কোন মহাল বাঁটারাধীন করিয়া রোবকার লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এক জন ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি বাঁটারার কার্য্য সম্পাদন জন্য ভারার্পণ করিবেন। (১)

সেটেলমেণ্টর ডেপুটী প্রতি ভারার্পনের কথা

১৬। এই অধ্যায়ের ৩ অনুচ্ছেদে যে গবর্ণমেণ্ট আদেশের উল্লেখ করা হইয়াছে তদনুসারে কালেক্টর সেটেলমেণ্ট বিভাগের কোন ডেপুটী কালেক্টরকে মনোনীত করিতে পারেন। তাহা হইলে উক্ত ডেপুটী কালেক্টর সেটেলমেণ্টের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঁটারার কার্য্য করিবেন। বাঁটারার কার্য্যের নিমিত্ত অতিরিক্ত ব্যয় যাহা হয় তাহা সেটেল-মেণ্ট অফিসার অবধারণ করিয়া দিলে পক্ষগণ হইতে আদায় হইবে।

স্বত্বের লিখনের সংক্ষিপ্ত তালিকা।

১৭। কালেক্টরের আদেশ প্রচার হইলে বাঁটারার ভার-প্রাপ্ত সেটেলমেণ্টের ডেপুটী কালেক্টর সেটেলমেণ্টের স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি হইতে বোর্ডের অনুমোদিত নিম্নপ্রদর্শিত ফারমে স্বত্বেরলিখনের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করতঃ মালিকগণকে উপস্থিত হইবার জন্য তারিখ ধার্য্যে নোটিষ দিবেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখ নোটিষ জারি হইবার তারিখ হইতে ৩০ দিনের ন্যূন অথবা ৬০ দিনের অতিরিক্ত হইবে না। (২)

(১) বাঁটারা আইন ৩২ ধারা।

(২) বাঁটারা আইন ৪৯—৫০ ধারা।

বাঁটোয়ারা মহলে জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মালিকের খাস জমি		মধ্যস্বত্বাধিকারীর অধীনস্থ জমি												
		মোকররী				গর মোকররী				খাজানা ধার্য্য নাই			নিষ্কর	
পরিমাণ	মূল্য নিরূপণ	খেবট নং	পরিমাণ	এজমালী হইলে খাজানা	নিজামল হইলে মূল্য	খেবট নং	পরিমাণ	খাজানা	মূল্য	খেবট নং	পরিমাণ	মূল্য	খেবট নং	পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

রাইয়তের অধীনস্থ জমি															বিবিধ আয়	
মোকররী			গর মোকররী (নগদ খাজানাপ্রদ)			গর মোকররী (শস্যপ্রদ)			খাজানা ধার্য্য নাই			নিষ্কর				
খতিয়ান নং	পরিমাণ	খাজানা	খতিয়ান নং	পরিমাণ	খাজানা	খতিয়ান নং	পরিমাণ	৭ (১৪) ধারা মত মূল্য	খতিয়ান নং	পরিমাণ	মূল্য	খতিয়ান নং	পরিমাণ		প্রকার	পরিমাণ
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯		৩০	৩১

১৮। নির্দ্দিষ্ট তারিখে ডেপুটী কালেক্টর মালিকদিগকে তাঁহার প্রস্তুতীকৃত সংক্ষিপ্ত স্বত্বের লিখন দেখাইয়া তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে তাহা শ্রবণ করিয়া প্রয়োজন মতে সংশোধন করণান্তর বাঁটারা করিতে আরম্ভ করিবেন। বাঁটারা সম্পূর্ণ হইলে বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট ফারমে বাঁটারার কাগজ প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ-গুলি লিখিত থাকিবে। (১)

তালিকা সংশোধন ও বাটারা করণ।

(১) মালিকগণের নাম।

(২) মূল মহালের জমির পরিমাণ।

(৩) মূল মহালের স্থিত

(ক) ভূম্যধিকারীর প্রদর্শিত মতে

(খ) প্রজার কথিত মতে

(গ) ডেপুটী কালেক্টর বাঁটারা কার্য্য সম্পাদন জন্য যাহা নির্ণয় করিয়াছেন। (২)

---

(১) বাঁটারা আইন ৫৭ ধারা। বাঁটারা মানুয়েল ৫২ পৃষ্ঠা।

(২) স্বত্বের লিখনে প্রজার খাজানা লিখিবার তিনটি ঘর নির্দ্দিষ্ট থাকে; যথা (ক) মালিকের কথানুসারে (খ) প্রজার কথানুসারে (গ) হাকিম যাহা প্রকৃত খাজানা বলিয়া নির্ণয় করেন। বাটারার কাগজে ও সেইপ্রকার প্রজার খাজানা তিন ঘরে লিখিত হয়। কিন্তু তাহাতে প্রভেদ এই যে স্বত্বের লিখনে বর্ত্তমান খাজানা অবধারণ করাই উদ্দেশ্য থাকে সুতরাং তছদিকের হাকিম যাহা প্রকৃত বর্ত্তমান খাজানা বলিয়া নির্ণয় করেন তাহাই তৃতীয় ঘরে লিখিত হয়। বাঁটারার কাগজে মহালের প্রত্যেক খণ্ড জমির উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করা উদ্দেশ্য। কেননা জমির বার্ষিক মূল্য ধরিয়া বাঁটারার "সাম" করা হইয়া থাকে। কোন কারণে কোন প্রজার বা

(৪) মহালের অন্য প্রকারের আয় (যদি থাকে)।

(৫) মূল মহালের সদর জমা

(৬) প্রত্যেক নূতন মহালের মালিকগণের নাম ও অংশের পরিমাণ এবং পৃথক নিজ দখলীয় জমি থাকিলে তাহার বিবরণ।

(৭) প্রত্যেক নূতন মহালে যে জমি দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ ও বিবরণ।

(৮) প্রত্যেক নূতন মহালের প্রাপ্য মোট খাজানা ও অন্যান্য আয়।

(৯) প্রত্যেক নূতন মহালের তৌজি নম্বর ও সদর খাজানা।

(১০) দেবালয় জলাশয় ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।

(১১) কমিসনার কর্ত্তৃক বাঁটারা মঞ্জুরীর তারিখ।

কোন জমির বার্ষিক খাজানা কম থাকিলে তাহা যে মালিকের সামে পড়িবে তিনি বার্ষিক মূল্যের হিসাবে অতিরিক্ত জমি পাইয়া যান। এজন্য বাঁটারার ডেপুটী কালেক্টরের বর্ত্তমান খাজানা তত প্রয়োজনীয় নহে। যে জমির ন্যায্যমতে যত খাজানা হইতে পারে তিনি তাহাই তৃতীয় ঘরে লিখিয়া থাকেন।

বাঁটারার ডেপুটী কালেক্টর মহালের প্রত্যেক কছমের জমির প্রচলিত নিরিখ অবধারণ করিয়া লইয়া জমি মালিকের দখলে থাকুক কি প্রজার দখলে থাকুক অবধারিত প্রচলিত নিরিখে তাহার খাজানা হিসাব করিয়া স্থিতের তৃতীয় ঘর পূরণ করিবেন।

তৃতীয় ঘরের লিখিত খাজানা দিতে প্রজা বাধ্য হয় না। কেবল ভিন্ন ২ সামের জমির বার্ষিক মূল্য ন্যায্যরূপে অবধারণ করিবার জন্য ঐ খাজানা লিখা হইয়া থাকে।

(১২) যে তারিখ হইতে বাঁটারা আমলে আসিবে।

(১৩) মন্তব্য। (১)

১৯। উপরের লিখিতমত কাগজ প্রস্তুত করতঃ ডেপুটী কালেক্টর তাহা মঞ্জুরী জন্য কালেক্টর সদনে প্রেরণ করিবেন।

কালেক্টরের মঞ্জুরী।

কালেক্টর কাগজাদি প্রাপ্ত হইলে তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত তারিখ ধার্য্য করিয়া মালিকগণের উপর নোটিষ জারী করিবেন এবং নোটিষের এক এক খণ্ড তাঁহার নিজ কাছারীতে, ডেপুটী কালেক্টরের কাছারীতে, মালিকদিগের তহশীল কাছারীতে এবং মহালের প্রধান ২ স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখ কালেক্টরীতে নোটিষ লট্‌কাইয়া দেওয়ার তারিখ হইতে ১৫ দিনের ন্যূন হইবে না।

কালেক্টর পক্ষদিগের আপত্তি শুনিয়া পরিবর্ত্তনমতে অথবা বিনা পরিবর্ত্তনে বাঁটারা মঞ্জুর করিতে পারেন অথবা তাহার অভিমত হইলে নূতন রকমে বাঁটারা করিয়া দিতে পারেন, অথবা সংশোধনের উপদেশ সহ কাগজাৎ ডেপুটী কালেক্টর নিকট ফেরৎ পাঠাইতে পারেন।

যদি কাগজাৎ ফেরত পাঠান হয় তবে সংশোধন হইয়া পুনরায় আসিলে কালেক্টর আবার পূর্ব্বমত নোটিষ জারী করিয়া ও আপত্তি আদি শ্রবণ করিয়া অভিমত আদেশ প্রচার করিবেন। (২)

(১) বাঁটারার বিবরণ এইরূপ কাগজে লিখিতে হয় যে পরে যেন তাহাতে উপযুক্ত ষ্টাম্প লাগাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কার্য্যতঃ বাঁটারা চূড়ান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ মুদ্রিত ফারমেই লিখিত থাকে। পরে বাঁটারা চূড়ান্তরূপে মঞ্জুর হইলে তাহা উপযুক্ত ষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া তাহা কমিশনারের দস্তখত জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে।

(২) বাঁটারা আইন ৫৮ ধারা

মালিককে বাঁটারার কাগজের নকল প্রদান।

২০। বাঁটারা কালেক্টরের কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইলে অথবা কালেক্টর তাহার পরিবর্ত্তনমতে নূতন রকমের বাঁটারা করিয়া দিলে ডেপুটী কালেক্টর, কালেক্টরের আদেশানুযায়ী আবশ্যক মত কাগজাৎ ও নক্সা সংশোধনান্তর প্রত্যেক পৃথক মহালের পৃথক ২ (abstract) সংক্ষিপ্ত কাগজ ও এক একখান নক্সার নকল প্রস্তুত করাইয়া তাহার এক এক সেট্ উপস্থিত মালিকদিগকে প্রদান করিবেন এবং যাহারা উপস্থিত না থাকেন তাহাদিগকে উপস্থিত হইয়া কাগজ ও নক্সা নেওয়ার জন্য নোটিষ জারী করিবেন। (১)

অনুপস্থিত মালিকের আপত্তি।

২১। যে মালিক ৫০ ও ৫৭ ধারার নোটিষমতে ডেপুটী কালেক্টর নিকট অথবা ৫৮ ধারার নোটিষ মতে কালেক্টর নিকট উপস্থিত না হন উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে পরে তাহাদের আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। (২)

কমিসনার নিকট কাগজ প্রেরণ এবং তথায় আপত্তি করার নোটিষ্।

২২। কালেক্টর কর্ত্তৃক বাঁটারা মঞ্জুর হইয়া তদনুযায়ী কাগজাৎ প্রস্তুত করিয়া মালিকদিগকে দেওয়া হইলে কাগজাৎ মঞ্জুরী জন্য বিভাগীয় কমিসনার নিকট প্রেরিত হইবে এবং মালিকদিগকে নোটিষ দ্বারা জ্ঞাত করান যাইবে যে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে নোটিষ জারীর ৩০ দিন মধ্যে কমিসনার নিকট অথবা কমিসনার নিকট পাঠাইবার প্রার্থনায় কালেক্টর নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবে। (৩)

---

(১) বাঁটারা আইন ৫৯ ধারা। (২) বাঁটারা আইন ৬০ ধারা।
(৩) বাঁটারা আইন ৬১ ধারা।

২৩। বিভাগীয় কমিসনার নিকট কোন আপত্তি উপস্থিত হইলে অথবা তিনি কালেক্টর-কৃত বঁাটারা পরিবর্ত্তন যোগ্য বিবেচনা করিলে আপত্তি নিষ্পত্তি ও পক্ষদিগের কথা শুনিবার নিমিত্ত তারিখ ধার্য্য করিয়া সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগের নামে নোটিষ জারী করিবেন। নিরূপিত তারিখ কমিসনারের আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিবসের ন্যূন হইবে না। (১)

কমিসনার কর্ত্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তি ও বাটারা মঞ্জুর।

২৪। নিরূপিত তারিখে পক্ষদিগের আপত্তি শ্রবণান্তে সংশোধিত মতে অথবা বিনা সংশোধনে বাঁটারা মঞ্জুর করিতে পারেন। যদি তিনি কাগজাৎ সংশোধন জন্য কালেক্টর নিকট প্রতি-প্রেরণ করেন তবে কাগজাৎ সংশোধন হইয়া আসিলে মঞ্জুর করিতে পারেন অথবা পূর্ব্ব লিখিতমত নোটিষ জারী করিয়া পক্ষদিগের আপত্তি শ্রবণান্তে অন্য কোন অভিমত আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

২৫। কমিসনারের মঞ্জুরীর তারিখ হইতে ৬০ দিবসের মধ্যে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বোর্ড্ অব্ রেভেনিউতে কোন আপীল দাখিল না হইলে অথবা আপীল দাখিল হইয়া থাকিলে তাহার বিচারান্তে বাঁটারা অগ্রাহ্য না করিয়া সংশোধিত মত অথবা বিনা-সংশোধনে কমিসনারের আদেশ বহাল রাখিলে, কালেক্টর নিজ আফিসে এবং মহালের প্রকাশ্য স্থানে নোটিষ লট্‌কাইয়া দিয়া বাঁটারা মঞ্জুর হওয়ার সংবাদ প্রচার করিবেন। (২)

বোর্ডের মঞ্জুরী।

(১) বাঁটারা আইন ৯০ ধারা।
(২) বাঁটারা আইন ৯৩ ধারা।

২৬। কমিশনার অথবা বোর্ড্ কর্ত্তৃক কোন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে মালিকদিগকে পূর্ব্বে যে নক্সা ও সংক্ষিপ্ত কাগজ দেওয়া হইয়াছে কালেক্টর তাহা তলপ করিয়া লইয়া সংশোধন করাইয়া দিবেন অথবা তৎপরিবর্ত্তে নূতন নক্সা ও নূতন কাগজ দেওয়াইবেন। বাঁটারাতে যে সকল পৃথক মহাল সৃজিত হয়, তাহার মালিকগণ নিজ নিজ অংশ সম্বন্ধীয় কাগজের সহি মোহরের নকল পাইয়া থাকেন, নকলের ষ্টাম্প ইত্যাদি মালিকের দিতে হয়। (১)

নূতন মহালের দখল দেওন ও নূতন নম্বর স্থাপন।

২৭। কাগজের নকল দেওয়া হইলে কাগজের প্রদর্শিত মতে প্রত্যেক নূতন মহালের মালিককে দখল দেওয়া হইয়া থাকে এবং যে তারিখ বাঁটারা আমলে আসিবে তাহা অবধারিত করিয়া নোটিষ দ্বারা মালিকদিগকে জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে। বাঁটারা আমলে আসিবার তারিখ দখল দেওয়ার তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে হইবে এবং সেই তারিখ হইতে নূতন সৃজিত মহাল সকল মূল মহাল হইতে সর্ব্বপ্রকারে পৃথক গণ্য হইয়া কালেক্টরীর তৌজিতে তাহাদের নূতন নম্বর পড়িবে এবং নোটিষের লিখিত সদর খাজানার জন্য তাহারা পৃথক পৃথক রূপে দায়ী হইবে। (২)

বাঁটারা চূড়ান্ত।

২৭। দখল দেওয়া সম্বন্ধে কোন আপত্তির দরখাস্ত পড়িলে তাহা যে পর্য্যন্ত কালেক্টর, কমিসনার বা বোর্ড্ কর্ত্তৃক চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি না হয়, অথবা মূল মহালের রাজস্ব বাকি পড়িলে তাহা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, অথবা কালেক্টরের

(১) বাঁটারা ম্যানুয়েল ৩য় খণ্ড ৮১ অনুঃ।
(২) বাঁটারা আইন ৯৪—৯৫ ধারা।

আদেশে সীমানার প্রস্তরাদি স্থাপন করা হইয়া থাকিলে যে পর্য্যন্ত তাহার খরচ আদায় না হয়, তত দিন কালেক্টরীতে বাঁটা-রার মোকদ্দমা চূড়ান্ত হইবে না। (১)

বাঁটারার সাধারণ নিয়ম। ২৮। মহালের বাঁটারা করিবার সময় নিম্ন লিখিত বিষয় সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক :—

(ক) প্রত্যেক নূতন মহালে যে জমি দেওয়া হইবে তাহা যত দূর সম্ভব এক চাপে ও অবিচ্ছন্ন ভাবে থাকিবে। (২)

(খ) নূতন স্বজিত মহালের মালিক মূল মহালের যত অংশের দখলকার, তাহার নূতন মহালের স্থিত ও সদর খাজানা সেই অনুপাতে অবধারিত হইবে। (৩)

(গ) যতদূর সম্ভব নূতন স্বজিত মহালগুলির স্থিত ও জমির পরিমাণের সামঞ্জস্য থাকিবে।

দৃষ্টান্ত।

কোন মহালে ॥০, ।০, ।০ এই তিন অংশে বাঁটারা হইলে যদি আট আনা অংশের স্থিত ১,০০০৲ টাকা ও মোট জমির পরিমাণ ৫০০ একর হয়, তবে প্রত্যেক চারি আনা অংশের স্থিত ৫০০৲ টাকা ও তাহার মোট জমির পরিমাণ প্রায় ২৫০ একর হওয়া আবশ্যক। (৪)

---

(১) বাঁটারা ম্যানুয়েল তৃতীয় খণ্ড ১০৫ অণুঃ।

(২) বাঁটারা আইন ৬২ ধারা।

(৩) বাঁটারা আইন ১০।৭৬ ধারা।

(৪) বোর্ডের ফরিদপুর জিলার বাঁটারার নিয়মাবলী ১৪ অণুঃ।

(ঘ) প্রত্যেক মহালের জমির অবস্থান অর্থাৎ রেলরোড্, রাস্তা, নদী, খাল ইত্যাদি হইতে তাহার দূরত্ব, তাহার উর্ব্বরতা, জল সেচনের সুবিধা অসুবিধা ও তাহাতে যে যে ফসল জন্মে, এবং কোন্ মহালে কত আবাদী ও কত অনাবাদী জমি পড়ে। সাম্ প্রস্তুত করিবার সময়ে এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক। (১)

(ঙ) এক মালিকের পাঁকা বাসস্থান অন্য মালিকের সামে দেওয়া আবশ্যক হইলে পাঁকা ঘর ও তৎসংলগ্ন বসতের স্থান,যাহার বাসস্থান তাহার দখলে রাখিয়া ডেপুটি কালেক্টর তাহার কায়েমী খাজানা ধার্য্য করিয়া দিবেন। ঐ বাসস্থান যে মালিকের সামে পরে তিনি ঐ কায়েমী খাজানা পাইবেন। এই প্রকার বন্দোবস্ত করিতে হইলে ঐ বাড়ী হইতে তাহার নিজের জমিতে যাইবার রাস্তা ও তাহাকে দেওয়া আবশ্যক। কালেক্টর ইচ্ছা করিলে উক্ত বাড়ী ও জমির উপযুক্ত মূল্য খাজানা প্রাপককে দেওয়াইয়া তাহা নিষ্কর করিয়া দিতে পারেন। (২)

(চ) আপোষ বাঁটারা মতে মহালের কতক জমি মালিক-দিগের নিজ নিজ দখলে ও কতক এজমালে থাকিলে ডেপুটী কালেক্টর প্রত্যেকের নিজ দখলীয় জমি তাহার অংশে রাখিয়া তাহার অংশের বাকি জমি এজমালী দখল হইতে পূরণ করিয়া দিবেন। খামার জমি সম্বন্ধে এনিয়ম খাটিবে না। (৩)

(ছ) মহালে এজমালী দেবালয়, শ্মশান, কবর অথবা কোন জমির উপস্বত্ব দেবার্চ্চন বা দাতব্য কার্য্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করা

(১) বাঁটারা ৬৩ ধারা।
(২) বাঁটারা আইন ৬৪—৭১ ধারা।
(৩) ” ” ৭৭ ধারা।

থাকিলে সকল মালিক ঐক্য হইয়া বাঁটারার প্রার্থনা না করিলে তাহা এজমালী দখলে থাকিবে। (১)

(জ) মহালের মধ্যের জলাশয়, কূপ, নহর অথবা বাঁধ ইত্যাদি যে জমির উপকারার্থে প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই জমি যে যে অংশে পড়িবে তাহা ও সেই সেই অংশে দিতে হইবে। (২)

(ঝ) বাঁটারার অসুবিধা না হইলে কোন রায়তী অথবা মধ্যস্বত্ব খণ্ড খণ্ড করা হইবে না। যদি খণ্ড করিয়া একাধিক অংশে দিতে হয়, তবে তাহার বর্ত্তমান খাজানা ঠিক করিয়া জমির তার-তম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে রসদ করিয়া দিতে হইবে। (৩)

(ঞ) মহালে নিষ্কর জমি থাকিলে সকল মালিক সন্মত না হইলে তাহা বণ্টন না করিয়া সকল মহালের এজমালী দখলে রাখা যাইবে। (৪)

(ট) সকল মালিকের স্বীকার্য্য কায়েমী মধ্যস্বত্ব থাকিলে কোন এক বা একাধিক অংশভূক্ত করা যাইতে পারে অথবা সকল অংশের এজমালে রাখিয়া খাজানা রসদ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। (৫)

(ঠ) কোন জমি বাঁটারাধীন মহালের অন্তর্গত কি না এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে যদি উক্ত জমি বাঁটারাধীন মহালের মালিকের দখলে থাকে, তবে কালেক্টর সাহেব তাহা মহালভূক্তগণ্যে

---

(১) বাঁটারা আইন ৭৯ ধারা।
(২) " " ৮০ ধারা।
(৩) " " ৮১ ধারা।
(৪) " " ৮২ ধারা।
(৫) " " ৮৩ ধারা।

এবং দখলে না থাকিলে তাহা ছাড়িয়া দিয়া মহালের বাঁটারা করিবার আদেশ করিতে পারেন অথবা ভূমি যাহারই দখলে থাকুক উপযুক্ত আদালতের নিষ্পত্তি অপেক্ষায় বাঁটারার মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিতে পারেন।

এইরূপে যে জমি ছাড়িয়া দিয়া বাঁটারা হয় পরে তাহা বাঁটারাধীন মহালের স্বত্ব বলিয়া ধার্য্য হইলে তাহা সকল অংশের এজমালে থাকিবে; এবং মহালভূক্তগণ্যে বাঁটারা হইলে যদি পরে উপযুক্ত আদালতের আদেশে ছুটিয়া যায় তবে জমি যে মালিকের অংশে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি অন্য মালিকগণ হইতে তৎবাবদ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন। তাহাতে বাঁটারা পণ্ড হয় না। (১)

আপীল—ডেপুটী কালেক্টরের আদেশের বিরুদ্ধে।

২৯। ডেপুটী কালেক্টর নিম্ন লিখিত বিষয়ে যে সকল আদেশ করেন তদ্বিরুদ্ধে ৩০ দিবসের মধ্যে কালেক্টরের নিকট আপীল হইতে পারে :—

(ক) ৩৯ ধারা অনুসারে স্থানীয় তদন্তের খরচ আদায়ের আদেশ।

(খ) ৪৭ ধারা মতে স্বত্বের-লিখনে কোন লেখা সন্নিবেশ অথবা তাহা হইতে কোন লেখা উঠাইয়া দেওয়ার আদেশ।

(গ) ৫০ ধারা মতে কোন্ কাগজ মূলে বাঁটারা হইবে তাহা অবধারণের আদেশ।

(ঘ) ৫১ ধারা মতে আপোষ বাঁটারা বা সালিষ দ্বারা বাঁটারার প্রার্থনা অগ্রাহ্যের আদেশ।

---

(১) বাঁটারা আইন ৮৮—৮৯ ধারা।
(২) ” ” ১১১ ধারা।

(ঙ) ৭৬ ধারা মতে পৃথক দখল বহাল রাখিয়া বাঁটারার প্রার্থনা অগ্রাহ্যের আদেশ।

(চ) ৮১ ধারা মতে কোন রায়তী বা মধ্যস্বত্ব খণ্ড করিয়া বাঁটারার আদেশ।

(ছ) ১০৭ ধারা মতে জরিমানার আদেশ।

এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আপত্তি থাকিলে তাহা কালেক্টর ৫৮ ধারা অনুসারে বাঁটারা মঞ্জুর করিবার সময়ে উপস্থিত করা যাইতে পারে।

আপীল—কালেক্টরের আদেশের বিরুদ্ধে।

৩০। কালেক্টরের নিম্নলিখিত আদেশ সকলের বিরুদ্ধে ৩০দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিসনার নিকট অথবা কমিসনারের নিকট প্রেরণের প্রার্থনায় কালেক্টরের নিকট আপীল দাখিল হইতে পারে ঃ— (১)

(ক) বাঁটারার প্রার্থনা অথবা কোন অংশের পৃথক সাম্ করিবার প্রার্থনা অগ্রাহ্যের আদেশ। এবং বাঁটারার মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দেওয়ার আদেশ।

(খ) ২৯ ধারা মতে বাঁটারার প্রার্থনা অথবা কোন অংশের পৃথক সাম্ করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করার আদেশ।

(গ) ৩৮ ধারা মতে কোন মালিককে অতিরিক্ত খরচ দেওয়ার আদেশ।

(ঘ) যে কাগজ মূলে বাঁটারা হইবে ৫০ ধারা মতে তাহা নির্দ্ধারণ করার আদেশ।

(ঙ) ৫৫ ধারা মতে আপোষ বাঁটারা ও সালিসের বাঁটারা মঞ্জুরীর আদেশ।

(১) বাঁটারা আইন ১১২ ধারা।

(চ) ৭৬ ধারা মতে পৃথক দখল বহাল রাখিয়া বাঁটারার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করার আদেশ।

(ছ) ৮৫ ধারা মতে বাঁটারার মহালের বাহিরের মালিক হইতে ৫০০৲ টাকার অতিরিক্ত আদায়ের আদেশ।

(জ) ৮৬ ধারা মতে সাম্ মঞ্জুর বা অগ্রাহ্যের আদেশ।

(ঝ) ৮৮ ধারা মতে কোন জমি ছাড়িয়া দিয়া অথবা মহালভুক্ত গণ্যে বাঁটারা করিবার আদেশ।

(ঞ) ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত জরিমানা অথবা ৫০৲ টাকার অতিরিক্ত খরচ আদায়ের আদেশ।

এতদ্ভিন্ন অন্য কোন আপত্তি থাকিলে কমিসনার যখন ৯০ বা ৯১ ধারা মতে বাঁটারার কাগজাৎ দৃষ্টি করেন সেই সময় উপস্থিত করা যাইতে পারে।

আপীল—কমিসনারের আদেশের বিরুদ্ধে।

৩১। বিভাগীয় কমিসনারের নিম্নলিখিত আদেশ সকলের বিরুদ্ধে ৬ সপ্তাহ মধ্যে বোর্ডের আফিসে অথবা বোর্ডে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রার্থনায় কমিসনার নিকট দাখিল হইতে পারে। (১)

(ক) কালেক্টর কর্ত্তৃক বাঁটারার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে তৎসম্বন্ধীয় আদেশ ও বাঁটারার মোকদ্দমা খারিজ করিবার আদেশ।

(খ) ২৯ ধারা মতে কালেক্টর বাঁটারার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে তৎসম্বন্ধীয় আদেশ।

(গ) বাঁটারা কালেক্টর কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়া থাকিলে তাহা মঞ্জুরী বা সংশোধনের আদেশ।

---

(১) বাঁটারা আইন ১১৩ ধারা।

(ঘ) কাহার উপর ৫০০৲ টাকা জরিমানার আদেশ অথবা ৫০০৲ টাকার অধিক খরচ আদায়ের আদেশ।

এতদ্ভিন্ন কোন বিষয়ে কমিসনার কালেক্টরের হুকুম বহাল রাখিলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলে না। তবে বোর্ড্ কাহার ও প্রার্থনা মতে অথবা বিনা প্রার্থনায় নথী তলপ করিয়া অভিমত আদেশ প্রচার করিতে পারেন। (১)

বোর্ডের নিয়মাবলী।

৩২। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বোর্ড্ অব্ রেভেনিউ সেটেলমেণ্ট বিভাগে বাঁটারার কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন ঃ—

১। সেটেলমেণ্ট বিভাগের যে কর্ম্মচারীর প্রতি জিলার কালেক্টর বাঁটারা ডেপুটী কালেক্টরের ভার অর্পণ করিবেন তিনি বোর্ডের বাঁটারা ম্যানুয়েল অনুসারে কার্য্য করিবেন।

২। বাঁটারার কার্য্য আরম্ভ হইলে যাহাতে মালিকগণ অথবা তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রীতিমত উপস্থিত থাকেন ডেপুটী কালেক্টর প্রথমতঃ তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। মূল মহালের কোন অংশ সম্যক্ পত্তনী অথবা মিরাস দেওয়া থাকিলে পত্তনীদার বা মিরাসদারকে উপস্থিত করাইতে হইবে।

(৩) বাঁটারাধীন মৌজার ১০৩ (ক) ধারার আপত্তি নিস্পত্তি হইবামাত্র স্বত্বের লিখনের পাণ্ডুলিপি হইতে বোর্ডের অনুমোদিত ফারমে * বাঁটারা মহালের প্রত্যেক মৌজার জমির পৃথক ২ সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। যদি সেটেলমেণ্ট বিভাগ হইতে ঐ সকল মৌজার থাকের চক্ম্যাপ্ প্রস্তুত না

(১) বাঁটারা আইন ১১৪ ধারা।

* এই অধ্যায়ের ১৭ অনুচ্ছেদে ফারম দ্রষ্টব্য।

হইয়া থাকে তবে ডেপুটী কালেক্টর তাহা প্রস্তুত করিয়া লইবেন। সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য ডেপুটী কালেক্টর "ষ্টাণ্ডার্ড টেনিউর ট্রী" এবং "টেনিউর রেজেষ্টার" ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু ডেপুটী কালেক্টর দেখিবেন যে তাহা কোন প্রকারে নষ্ট না হয় এবং সত্বর সেটেলমেণ্ট আফিসে ফেরত দেওয়া হয়।

(৪) তালিকা প্রস্তুত হইলে তাহাতে কোন ভুল আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য মালিকদিগকে দেখিতে দিবেন।

(৫) সংক্ষিপ্ত তালিকায় মৌজার এজমালী জমি হইতে নিজ আমলী জমি পৃথক করিয়া দেখাইতে হইবে।

দৃষ্টান্ত।

যদি মূল মহালে আট আনা, চারি আনা, চারি আনা করিয়া তিনটী অংশ থাকে এবং প্রত্যেক অংশের কতক পৃথক পৃথক রূপে নিজ আমলী জমি থাকে এবং নিজ আমলী জমি মধ্যে কতক ॥০ আনা অংশের ও প্রথম ।০ আনা অংশের এজমালীতে, কতক ॥০ আনা অংশের ও দ্বিতীয় চারি আনা অংশের এজমালীতে, কতক প্রথম চারি আনা ও দ্বিতীয় চারি আনা অংশের এজমালীতে থাকে, তবে নিম্নলিখিত মতে পৃথক পৃথক দেখাইতে হইবে ঃ—

(ক) আট আনীর নিজ আমল।
(খ) প্রথম চারি আনীর নিজ আমল।
(গ) দ্বিতীয় চারি আনীর নিজ আমল।
(ঘ) আট আনী ও প্রথম চারি আনীর নিজ আমল।
(ঙ) আট আনী ও দ্বিতীয় চারি আনীর নিজ আমল।
(চ) প্রথম ও দ্বিতীয় চারি আনীর নিজ আমল।

(ছ) আট আনীর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় চারি আনীর নিজ আমল।

৬। মালিকগণ নূতন করিয়া "সাম্" করিবার প্রার্থনা করিলে কালেক্টর ১১ ধারার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ৩০ এবং ৩১ (ঘ) ধারার বিধান মতে আদেশ করিতে পারেন।

অনাবশ্যকরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বাঁটারার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না। যে মালিকগণ এজমালে তহশীল করাইতেছেন সাধারণতঃ তাহাদের মধ্যে বাঁটারা অনাবশ্যক।

কোন মালিক নূতন সাম্ করিয়া বাঁটারার প্রার্থনায় লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিলে এবং তাহাতে অন্য মালিকগণ সম্মতি লিখিয়া দিলে ডেপুটী কালেক্টর তাহা অবিলম্বে কালেক্টরের আদেশের জন্য পাঠাইয়া দিবেন।

৭। মূল মহালের সহিত অন্য মহালের এজমালী জমি থাকিলে প্রথমতঃ মূল মহালের ও ঐ মহালের এজমালী জমি বণ্টন করতঃ তাহা কালেক্টর কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইলে পরে মূল মহালের বাঁটারা হইবে। (৮৪—৮৬ ধারা দ্রষ্টব্য) যাহাতে ঐ বাঁটারা সর্ব্বসম্মতিমতে হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। উপরোক্ত বাঁটারায় প্রত্যেক মহালের জমি সেই সেই মহালের অন্য জমির সংলগ্ন এবং এক চাপে রাখিয়া সাম্ করিতে হইবে। এইরূপ বাঁটারার পরে মূল মহালে যে জমি পড়ে তাহা মূল মহালের সংক্ষিপ্ত তালিকায় উঠিবে।

৮। বাঁটারাধীন একাধিক মহালের এজমালে যে জমি থাকে তাহাতে প্রত্যেক মহালকে এক একটী অংশীদার গণ্য করতঃ একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

৯। যদি কেবল মাত্র একাধিক মহালের এজমালী 'জমি বাঁটারা করিয়া দেওয়ার প্রার্থনা হয় তবে ঐ সকল মহালের

আপন আপন দখলীয় অন্য জমি সংক্ষিপ্ত তালিকায় উঠাইবার প্রয়োজন হইবে না।

১০। বাঁটারা আইনের ৫, ১৩, ১৮ (খ), ৫০, ৫১, ৫৭ (২ক, ২খ), ৫৯, ৬৩ (ঘ) (ছ), ৬৪, ৬৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩ ধারা দ্রষ্টব্য। ডেপুটী কালেক্টর স্বত্বের লিখনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তদ্বিরুদ্ধে আপত্তি চলিতে পারিবে; কিন্তু যে আপত্তি একবার প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে ১০৩ (ক) ধারা মতে রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা বাঁটারা অইনানুসারে পুনঃ উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

১১। বাঁটারা ম্যানুয়েলের ১০৭ বিধিমতে ডেপুটী কালেক্টর প্রত্যেক মহালের নিমিত্ত পৃথক অর্ডার সিট্ খুলিয়া ক্রমান্বয়ে হুকুমাদি লিখিবেন।

১২। সংক্ষিপ্ত তালিকায় বার্ষিক মূল্য লিখিবার জন্য ঘর আছে। * তাহাতে নিম্নলিখিত প্রকারের জমির বার্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লিখিতে হয়ঃ—

(ক) মালিকের খাস দখলীয় জমি।

(খ) প্রজার দখলীয় জমি নিষ্কর না হইলে যদি তাহার নগদ খাজানা ধার্য্য না থাকে।

জমির বার্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সেই রকমের পার্শ্ববর্ত্তী জমির অন্য রায়তেরা যে নিরিখে খাজানা দেয় তাহার গড় ধরিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

১৩। স্থিত কাহাকে বলে বাঁটারা আইনের ৩ (১৫) ধারাতে ব্যাখ্যা আছে বটে; কিন্তু তাহাতে সর্ব্ব প্রকারের স্থিতের বিবরণ নিঃশেষিতরূপে লিখা হয় নাই।

* ফারমের ২, ৬, ১০, ১৩, ২৪, ২৭ কলম দ্রষ্টব্য।

স্থিত নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হইতে পারে যথা ঃ—

(ক) মালিকের খাস দখলের জমির বার্ষিক মূল্য।

(খ) প্রজার যে জমির খাজানা ধার্য্য হয় নাই তাহার বার্ষিক মূল্য।

(গ) রায়ত মালিকদিগকে যে নগদ খাজানা দেয়।

(ঘ) রায়তের দখলীয় বর্গা ধান্যকরারী ইত্যাদি জমির বার্ষিক মূল্য। প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের ৪০ (৪) ধারা মতে উৎপন্ন শস্যের অংশ নগদ খাজানায় পরিবর্ত্তিত হইলে যে জমা হওয়া সঙ্গতঃ তাহাই ধরিয়া লইতে হয়। ৩ (১৪) ধারা দ্রষ্টব্য।

(ঙ) মোকররী মধ্যস্বত্ব মালিকের সৃজিত হইলে তাহার বার্ষিক খাজানা।

(চ) সম্যক্ মালিকের অথবা আংশিক মালিকের সৃজিত গড় মোকররী মধ্যস্বত্বের রায়তী স্থিত। (৩)

(ছ) জলকর ও হাট বাজারের জমা প্রভৃতি মালিকের প্রাপ্য বাজে আয়।

(জ) বেবন্দোবস্তী ও পতিত জমির বার্ষিক মূল্য। (১৫) (ঙ) ধারা দ্রষ্টব্য।

(১৪) দুই মহালের এজমালী জমি বিভাগ করিতে হইলে এজমালী জমিতে যে মহালের যত অংশ সেই মহালে সেই পরিমাণ স্থিত ও জমি পাওয়া কর্ত্তব্য।

---

(৩) মধ্যস্বত্বের রায়তী স্থিত শব্দে মধ্যস্বত্বাধিকারীকে রায়ত যে খাজানা দেয় তাহা এবং মধ্যস্বত্বের অধীনে বর্গা জমি থাকিলে তাহার বার্ষিক মূল্য এবং মধ্যস্বত্বাধিকারীর খাস দখলে জমি থাকিলে, অথবা খাজানা ধার্য্য হয় নাই এমন জমি থাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী সমতুল্য সুবিধা বিশিষ্ট জমির রায়তী নিরিখে যে খাজানা হইতে পারে তাহাই বুঝিতে হইবে।

কোন মহালের জমি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাঁটারা করিয়া যে অংশের যে পরিমাণ সদর খাজানা সেই অংশে সেই অনুপাতে জমি ও স্থিত পাওয়া কর্ত্তব্য। (১)

যদি (জমির রকমের বিভিন্নতা প্রযুক্ত) স্থিত ও জমির পরিমাণ সদর খাজানার অনুপাতে একেবারে ঠিক করা না যায়, তাহা হইলেও প্রত্যেক অংশের স্থিতের পরিমাণ ঠিক ঠিক সদর খাজানার অনুপাতে হইবে। কমি বেশী হইতে পারিবে না।

বড় মোকররী স্বত্ব খণ্ড না করিয়া তাহার দেয় খাজানা প্রত্যেক অংশে রসদ করিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। যদি একান্ত খণ্ড করিতে হয় তবে যে যে মালিকের অংশে তাহা পড়িবে তাহাদের নিকট হইতে এগ্রিমেণ্ট লইতে হইবে, যে উক্ত মোকররী স্বত্বের খাজানা রসদ করিয়া দেওয়ার দরুণ কায়েম মোকররী স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না। নিম্নলিখিত প্রণালীতে কার্য্য করিলে রায়তীস্বত্ব ও সচরাচর খণ্ড করার প্রয়োজন হইবে না।

১৫। কোন অংশের নিজ আমল মধ্যস্বত্ব থাকিলে প্রথমতঃ তাহা সেই অংশে দিতে হইবে। তৎপর যদি বাঁটারার অসুবিধা না হয় তবে সেই অংশের নিজ আমল রায়ত ও সেই অংশে দিতে হইবে (৭৭ ধারা দ্রষ্টব্য)

(১) দৃষ্টান্ত—যদি মূল মহালের সদর খাজানা ১০০৲ টাকা, স্থিত ৮০০৲ টাকা ও মোট জমির পরিমাণ ৫০০ বিঘা হয়, তাহা তুল্য চারি অংশে বিভাগ করিলে প্রত্যেক অংশের সদর খাজানা ২৫৲ টাকা, স্থিত ২০০৲ টাকা ও মোট জমির পরিমাণ ১২৫ বিঘা হওয়া উচিত।

১৬। প্রত্যেক মালিকের নিজ আমলের জমি বিশেষতঃ তাহার বসতবাড়ী, দালান, পুকুর ইত্যাদি সর্ব্বদাই তাহার নিজ অংশে দিতে হইবে।

১৭। যতদূর সম্ভব কায়েমী নিরিখের রায়তী ও গড় মোকররী মধ্যস্বত্বের স্থিত রসদ করিয়া প্রত্যেক অংশে দিতে হইবে। (৭৭ ধারা দ্রষ্টব্য)

১৮। মালিকদিগের সম্মতি লইয়া নিষ্কর জমি সকল অংশে বণ্টন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। (৮২ ধারা দ্রষ্টব্য)। এক মালিকের সামের মধ্যে সকলের এজমালী নিষ্কর জমি দেওয়া উচিত হইবে না, বরং ৭৯ ধারা মতে মালিকের সম্মতি লইয়া তাহা বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি মালিকগণ সম্মত না হন তবে এজমালে থাকিবে।

১৯। কোন মালিকের নিজের মধ্যস্বত্ব থাকিলে তাহা তাহার নিজ অংশে দিতে হইবে।

২০। হাটের ও জলকরের স্থিত ঠিক করিয়া বিভাগ করা দুষ্কর। যদি মূল মহালে একাধিক হাট থাকে এবং প্রত্যেক অংশে এক একটী দেওয়া যায় তবে তাহাই করা কর্ত্তব্য। জলকর খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। হাট ও জলকরের স্থিত নির্ণয় করিতে হইলে কয়েক বৎসরের আয়ের গড় ধরিয়া লইতে হয়। মালিকগণ সম্মত হইলে হাট ও জলকর তুল্য আয়ের জমির সহিত বণ্টন করা যাইতে পারে।

২১। সাম্ বাঁটারা করিবার সময় নিম্নলিখিত প্রণালীতে কার্য্য করিলে সুবিধা হইবে।

প্রথমতঃ প্রত্যেক অংশে নিজ আমলী জমি, নিজ আমলী মধ্যস্বত্ব ও নিজ আমলী রায়তী জমি দিয়া হিসাব করিয়া দেখিবে কোন্ অংশে কত অপূরণ রহিল। পরে নক্সা দৃষ্টে নিজ আমলী জমি মূল মহালের জমির কেমন স্থানে পড়িল দেখিয়া লইবে।

নিজ আমলী জমি বিলি হইলে গড় মোকররী মধ্যস্বত্ব ও কায়েমী রায়তী সকল নিজ আমলী জমি হইতে বেশী দূরে না পড়ে এমত ভাবে বিলি করিবে এবং আবশ্যক হইলে খণ্ড করিয়া দিবে।

তৎপরে বাজে আয় গুলি তাহার সহিত যোগ করিয়া দিয়া গড় মোকররী রায়তীগুলি এমত ভাবে দিতে থাকিবে যে প্রত্যেক সামের জমি একচাপে হইয়া পড়ে।

মহালে নিজ আমল ও মধ্যস্বত্বের পরিমাণ বেশী থাকিলে ঠিক চৌকা চৌকা সাম্ করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে; তবে যতদূর হইতে পারে প্রত্যেক সামের জমিগুলি যাহাতে এক চাপে হয় এবং মালিকের তহশীল কার্য্যের ও তত্ত্বাবধানের অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

২২। ডেপুটী কালেক্টর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য, বিশেষতঃ সাম্ বিভাগের কার্য্য মালিক দিগকে সন্মত রাখিয়া করিতে পারিলেই সুবিধা হয়। একান্ত পক্ষে তাহা অসম্ভব হইলে তিনি যে প্রকারের সাম্ করিতে ইচ্ছা করেন

তাহা বারম্বার মালিকদিগের সহিত আলোচনা করিবেন। তাহাতে তাহারা সম্মত হইলে লিখিত সম্মতি লইবেন।

২৩। সাম্ বিভাগ শেষ হইলে বাঁটারা আইনের ৫৭ ধারা ও বাঁটারা ম্যানুয়েলের ৫২ পৃষ্ঠার ১৯ বিধি মতে বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট ফারমে বাঁটারার কাগজ প্রস্তুত করিতে হইবে। উহাতে বাঁটারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র থাকে। কোন্ সামে কোন্ কোন্ দাগ পড়ে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তৎসঙ্গে ১৬ ইঞ্চ স্কেলে একটী নক্সা এবং সংক্ষিপ্ত তালিকার ফারমে কোন্ সামে কি কি জমি দেওয়া হইল তাহার একটী সম্পূর্ণ লিষ্ট্ দিতে হয়।

সামের কাগজ ও নক্সা প্রস্তুত হইলে মালিকদিগকে নোটিষ দ্বারা জানাইতে হয়।

বিজ্ঞাপন

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল জিলাতে সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট হইবে সেই সকল জিলাতে পথকর ধার্য্যের কার্য্য, দিয়ারা বন্দোবস্তের কার্য্য এবং বাঁটারার কার্য্য সেটেল-মেণ্ট বিভাগেই সম্পন্ন হইবে। অতএব ঐ সকল বিষয়ের বিস্তারিত নিয়মালী ও উপদেশসহ সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট সহচরের দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য—যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ একত্রে লইবেন তাহা-দের জন্য দ্বিতীয়ভাগের মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র, যাহারা কেবল দ্বিতীয়ভাগ লইবেন তাহাদের জন্য চারিআনা।

প্রকাশক।